সুর ও শ্রুতি

সুর ও শ্রুতি

বর্তমান যুগের সর্বজনমান্য সঙ্গীত-আচার্যগণ সঙ্গীতকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) গ্রন্থসঙ্গীত (২) লক্ষ বা লকস সঙ্গীত (৩) ভাবীসঙ্গীত।

গ্রন্থসঙ্গীত অর্থে ইহাই বুঝায়, যে-সঙ্গীত অতীত যুগে বা আমাদের পূর্বযুগে প্রচলিত ছিল এবং যাহা এখনো প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া যায়—কিন্তু যুগের পরিবর্তন অনুসারে যাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং এখন আর যে পন্থার কেহ অনুসরণ করে না।

লক্ষ সঙ্গীত অর্থে ইহাই বুঝায়, যে সঙ্গীত বর্তমানে প্রচলিত। মতভেদের সৃষ্টি হয় এইখানেই। যাঁহারা প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থ-পন্থী তাঁহারা এখনো অনেক স্থলে প্রাচীন গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চলেন। অপরপক্ষে, আধুনিকতাবাদীগণ যুগোপযোগী পরিবর্তনকেই প্রাণের লক্ষণ বলিয়া বর্তমানে প্রচলিত নীতিকেই মানিয়া চলিয়াছেন।

ভাবী-সঙ্গীত অর্থে ইহাই বুঝায়, সঙ্গীতশাস্ত্র ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হইয়া যে রূপ পরিগ্রহ করিবে। যেমন গ্রন্থসঙ্গীত পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান 'লক্ষসঙ্গীত'-এর রূপ ধারণ করিয়াছে এবং দেশের অধিকাংশ লোকই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও সঙ্গীতের বর্তমান রূপ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং যুগের প্রয়োজন অনুসারে তাহাকেই দেশের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করিবে। কোন্ ঋষি সেই পরিবর্তন সাধন করিবেন জানি না। তবে তাঁহার চরণধ্বনি শুনিতেছি বর্তমানের অভিনব সঙ্গীতের প্রতি চরণে।

সুর ও শ্রুতি

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রমতে সুর তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মন্দ্রস্থান বা উদারা সপ্তক (২) মধ্যস্থান বা মুদারা সপ্তক (৩) তারস্থান বা তারা সপ্তক। মন্দ্রস্থানকে আজকাল 'খজর-সপ্তক'ও বলে। মধ্যস্থানকে 'মধ্য সপ্তক' বা 'বিচকি সপ্তক'-ও বলে। 'তারস্থান'কে আজকাল 'দুনকি সপ্তক'-ও বলে। তারার সপ্তকই শেষ নয়, যন্ত্রসঙ্গীতে 'অতি-তারা' বা "অতি-উদার বা মন্দ্র" সপ্তকও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে ইহার প্রয়োজন নাই বলিয়া এখানে ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিজ্ঞানে তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে, সঙ্গীতে প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ প্রতি সপ্তক বা স্থানকে বাইশ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের নাম দিয়াছেন 'শ্রুতি' : অর্থাৎ এক সপ্তকের সাতটি সুরের সর্ব-সমেত বাইশটি শ্রুতি আছে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন—এই শ্রুতি মাত্র বাইশটি হইবে কেন? শ্রুতি অনন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে উহার বেশি প্রয়োজন নাই বলিয়া

সঙ্গীতস্রষ্টাগণ তাহার বেশি গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে শ্রুতির অর্থে ইহাই লেখা হইয়াছে যে, শ্রুতি সেই ধ্বনিকেই বলে, সঙ্গীতে যাহার প্রয়োজন হয় এবং অনায়াসে যে ধ্বনি বোধগম্য হয় বা চেনা যায়। কাজেই ধ্বনির কমবেশি শুনিয়া অনায়াস বোধগম্যের শর্তটি উত্থাপন করিলে বাইশের অধিক শ্রুতির কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। যেমন, কোমল হইতে অতি কোমল বা তীব্র হইতে অতি তীব্র বা কোমলতম ও তীব্রতম বোঝা যায়—তাহার অধিক অনায়াস বোধগম্য হয় না। সুরের এই অনায়াসে চেনা যায় এমন কোমলতা বা তীব্রতার সূক্ষ্মভাগ লইয়াই আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রের শ্রুতি। ইহাকে অতিক্রম করিয়া গেলে তাহা শাস্ত্রসম্মত শ্রুতি হইবে না।

বাইশ শ্রুতির নাম :

(১) তীব্রা (২) কুমুদ্বতী (৩) মন্দা (৪) ছন্দোবতী (৫) দয়াবতী (৬) রঞ্জনী (৭) রক্তিকা (৮) রৌদ্রী (৯) ক্রোধী (১০) বজ্রিকা (১১) প্রসারিণী (১২) প্রীতি (১৩) মার্জনী (১৪) প্রীতি (১৫) রওক্কা (১৬) সন্দীপিনী (১৭) আলাপিনী (১৮) মদন্তী (১৯) রোহিনী (২০) রম্যা (২১) উগ্রা (২২) শ্রোভিনী।

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের মতে উপরোক্ত শ্রুতিগণের মধ্যে চতুর্থ শ্রুতি 'ছন্দোবতী' ষড়জ। সপ্তম শ্রুতি 'রক্তিকা' রেখাব বা ঋষভ। নবম শ্রুতি 'ক্রোধী' গান্ধার। ত্রয়োদশ শ্রুতি 'মার্জনী' মধ্যম। সপ্তদশ শ্রুতি 'আলাপিনী' পঞ্চম। বিংশ শ্রুতি 'রম্যা' ধৈবত। দ্বাবিংশ শ্রুতি 'শ্রোভিনী' নিষাদ বা নিখাদ। এই সপ্ত সুরের নাম লইয়া গাওয়াকে 'সরগম' করা বলে। 'সরগম' অর্থে সারেগামা। এই সাতটি সুরকেই প্রাচীন ও বর্তমান যুগে 'শুদ্ধ সুর' বলিয়া মানিয়াছেন। ইহার পরেই আরও পাঁচটি সুর প্রধান বলিয়া দুই যুগেই মানিয়াছেন—তাহাদিগকে 'বিকৃত সুর' বলে। সপ্তকের অন্তর্গত সেই পাঁচটি বিকৃত সুরের নাম : (১) বিকৃত কোমল রেখাব (২) বিকৃত বা কোমল গান্ধার (৩) বিকৃত বা কড়ি মধ্যম (৪) বিকৃত বা কোমল ধৈবত (৫) বিকৃত বা কোমল নিখাদ। রেখাব, গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ-এর বিকৃতির বেলায় তাহাদের নাম কোমল হইল, তাহার কারণ তাহারা ঐ নামের আসল সুর হইতে কমিয়া যায়—এই 'বিনয়ে'র জন্য তাহাদের নামকরণ হইল 'কোমল'। কিন্তু 'মধ্যম' না কমিয়া আরও খানিকটা চড়িয়া যায় বা উগ্র হইয়া উঠে—তাই তাহার নাম কড়ি মধ্যম বা তীব্র মধ্যম। কড়ি মধ্যমকে যদি আসল মধ্যম ধরা হইত, তাহা হইলে এখনকার শুদ্ধ মধ্যমই কোমল মধ্যম নামে অভিহিত হইত।

এই 'কোমল' 'তীব্র' বিশেষণের জন্য শুদ্ধ সুরগুলিও অনেক সময় 'তীব্র' নামে অভিহিত হয়। শুদ্ধ রেখাব বা গান্ধার বা নিখাদকে তীব্র রেখাব, তীব্র গান্ধার, তীব্র ধৈবত ও তীব্র নিখাদও বলে। তাই বলিয়া ষড়জ বা সা এবং পঞ্চম বা পা-কে শুদ্ধ ষড়জ বা শুদ্ধ পঞ্চম বলার প্রয়োজন করে না। করিলে অবশ্য দোষ নাই, কিন্তু অনাবশ্যক। ষড়জ আদি সুর, উহার কোনো বিশেষণ নাই—উহাকে শুদ্ধ ষড়জ বলিবারও প্রয়োজন নাই। যিনি আদি তিনি নির্গুণ, তিনি কোনো বিশেষণ বা সম্মানের অপেক্ষা রাখেন না। অন্য সুরগুলি ভক্তবৎসল, তাঁহাদের নিচে থাকিয়া যাহারা বিনয় বা ভক্তি প্রকাশ করিল,

তাহাদের জন্য নিজেরা 'তীব্র' বিশেষণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের কোমল আখ্যায় বিভূষিত করিলেন। দর্প করিয়া মধ্যমকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় বিকৃত মধ্যম কড়া মধ্যম নাম পাইল। ও বেচারা সুরলোকের ভৃগু। উহার উগ্রতার বদনামই উহার ভূষণ—উহাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিল। ষড়জের আদি অন্তে এক রূপ, মধ্যেও তিনি পঞ্চম রূপে অচল হইয়া আছেন একটু রূপ বদল করিয়া। সুর-ব্রহ্মের আদি অন্ত ও মধ্য অর্থাৎ সা ও পা (ষড়জ ও পঞ্চম) তাই অচল। ইঁহাদের বিকৃত রূপ নাই। আদি যিনি, অন্ত যিনি, মধ্যে যিনি অচল শিব—তাঁহাদের বিকৃতি নাই। তাই সা-পা-র্সা অচল। ষড়জ ও পঞ্চমকে তাই সঙ্গীতশাস্ত্রে 'অচল সুর' বলে। তাঁহাদের স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই—হইবেও না।

তাহা হইলে আসল সুরগুলির এই নাম হইল,—

(১) অচল বা ধ্রুব ষড়জ=সা (২) বিকৃত বা কোমল রেখাব = ঋা (৩) শুদ্ধ বা তীব্র রেখাব= রা (৪) বিকৃত বা কোমল গান্ধার=জ্ঞা (৫) শুদ্ধ বা তীব্র গান্ধার=গা (৬) শুদ্ধ মধ্যম=মা (এখানে শুদ্ধ বা তীব্র মধ্যম হইবে না, কেননা ইনি নিজেই কোমল—তপস্যাগুণে বিশ্বামিত্রের মতো ব্রাহ্মণ হইয়া বসিয়াছেন) (৭) কড়ি বা তীব্র মধ্যম=হ্মা (৮) অচল বা ধ্রুব পঞ্চম=পা (৯) বিকৃত বা কোমল ধৈবত=দা (১০) শুদ্ধ বা তীব্র ধৈবর্ত=ধা (১১) বিকৃত বা কোমল নিখাদ=ণা (১২) শুদ্ধ বা তীব্র নিখাদ=না। (অন্তে তারার ষড়জ= র্সা)।

সাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ এই বারোটি সুরই চেনেন—আর, প্রকৃতপক্ষে ইহা লইয়াই সঙ্গীত। ইহার মধ্যে কোমল, অতি-কোমল, কোমলতম, তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম, কোমল-তীব্র, তীব্র কোমল প্রভৃতি শ্রুতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ওস্তাদ সারা ভারতবর্ষে দু'-চারজনের বেশি নাই—এবং এইসব মানিয়া চলেন, এমন ওস্তাদ তাহারও কম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, লকশ-সঙ্গীতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রাচীনতম যে সব সঙ্গীতগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 'রত্নাকর' অন্যতম। শ্রুতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে লিখিত আছে[১]—

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে চারটি করিয়া শ্রুতি। নিখাদ ও গান্ধারে দুইটি করিয়া এবং রেখাব ও ধৈবতে তিনটি করিয়া শ্রুতি। বর্তমান সঙ্গীতাচার্যগণ সকলেই ইহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভীষণ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে শ্রুতির বিভাগ লইয়া। 'গ্রন্থ-সঙ্গীত' ও 'লক্ষ-সঙ্গীত'-এ এই পার্থক্য কত বেশি তাহা দেখাইতেছি। 'গ্রন্থসঙ্গীত'-এর মতে চতুর্থ শ্রুতি বা 'ছন্দোবতী' শ্রুতিই হইতেছে ষড়জ। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতাচার্যগণের মতে বা 'লক্ষ-সঙ্গীত'-এর মতে, প্রথম শ্রুতি বা তীব্রই হইতেছে ষড়জ। প্রথম শ্রুতিকে ষড়জ ধরিয়া শ্রুতির এইভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়াছে 'লক্ষ-সঙ্গীত'। কাজেই 'গ্রন্থ'-সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার অত্যধিক পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই যাহাতে প্রথম শ্রুতি হইতে ষড়জ-এর আরম্ভ বলিয়া উল্লেখিত আছে। সকল গ্রন্থেই স্পষ্ট লেখা আছে যে, শেষ শ্রুতি বা চতুর্থ

১ এখানে কবি 'রত্নাকর' গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিতে চেয়েছিলেন। বেশ কিছুটা ফাঁকও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

শ্রুতি হইতেই ষড়জের আরম্ভ। এইভাবে শ্রুতির ভাগ বাঁটোয়ারার পরিবর্তন হওয়ায় গ্রন্থ-সঙ্গীত ও লক্ষসঙ্গীত-এ আকাশ-পাতাল তফাৎ হইয়া গিয়াছে। নিচের ছবি হইতে বোঝা যাইবে—আগে শ্রুতির বিভাগ কিরূপ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে।

গ্রন্থ-সঙ্গীতের শ্রুতি বিভাগ

(১)

লক্ষ সঙ্গীত বা বর্তমান প্রচলিত সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর :—

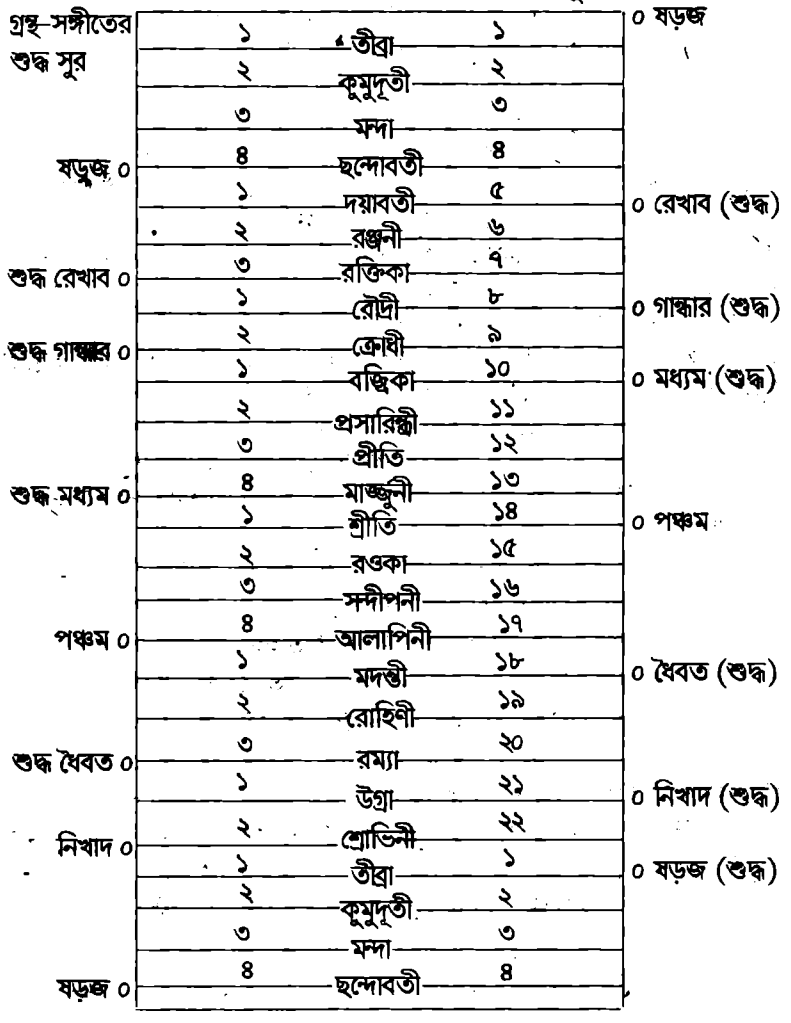

এই ছবির বামধারে 'গ্রন্থ সঙ্গীত' মতে এবং ডান ধারে 'লক্ষ সঙ্গীত' মতে কোন শ্রুতি হইতে শুদ্ধ সুরের আরম্ভ তাহা দেখানো হইয়াছে। কাজেই 'আকাশ-পাতাল' তফাৎ যে অত্যুক্তি নয়, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। শ্রুতি ও সুর সম্বন্ধে 'গ্রন্থ সঙ্গীত' ও 'লক্ষ সঙ্গীত'-এর মতভেদ নিম্নের চিত্রে আরো পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাইতেছে।

(২)

গ্রন্থ-সঙ্গীতের শুদ্ধসুর			বর্তমানে প্রচলিত বা লক্ষ সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর
	তীব্রা ১		
	কুমুদ্‌তী ২		
	মন্দা ৩		
	ছন্দোবতী ৪	তীব্রা ১	
ষড়জ ০			০ ষড়জ
	দয়াবতী ১	কুমুদ্‌তী ২	
	রঞ্জনী ২	মন্দা ৩	
	রক্তিকা ৩	ছন্দোবতী ৪	
শুদ্ধ রেখাব ০			০ শুদ্ধ রেখাব
	রৌদ্রী ১	দয়াবতী ১	
	ক্রোধী ২	রঞ্জনী ২	
শুদ্ধ গান্ধার ০			
	বজ্রিকা ১	রক্তিকা ৩	
	প্রসারিণী ২	রৌদ্রী ১	
			শুদ্ধ গান্ধার
	প্রীতি ৩	ক্রোধী ২	
	মার্জনী ৪	বজ্রিকা ১	
শুদ্ধ মধ্যম ০			০ শুদ্ধ মধ্যম
	প্রীতি ১	প্রসারিণী ২	
	রওকা ২	প্রীতি ৩	
	সন্দীপিনী ৩	মার্জনী ৪	
	আলাপিনী ৪	প্রীতি ১	
পঞ্চম ০			০ পঞ্চম
	মদন্তী ১	রওকা ২	
	রোহিণী ২	সন্দীপিনী ৩	

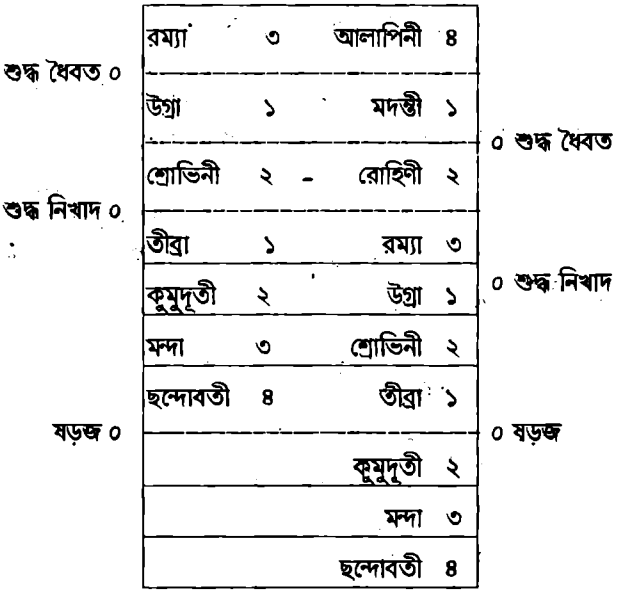

এই চিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বর্তমান রীতি অনুসারে প্রথম শ্রুতি অর্থাৎ 'তীব্রা'-তে ষড়জ স্থাপিত করায় বর্তমানের ষড়জ গ্রন্থ-সঙ্গীতের ষড়জ হইতে অনেক বেশি বদলাইয়া গিয়াছে। গ্রন্থসঙ্গীত-এর রেখাব হইতে বর্তমানে রেখাব এক শ্রুতি নিচে নামিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের শুদ্ধ গান্ধার আমাদের বর্তমান কোমল গান্ধার-এর মতো। মধ্যম ও পঞ্চম দুই মতেই এক শ্রুতিতে আছে, কিন্তু গ্রন্থের শুদ্ধ ধৈবত বর্তমানের শুদ্ধ ধৈবত হইতে এক শ্রুতি আগে। গ্রন্থের শুদ্ধ নিখাদ বর্তমান সঙ্গীতের কোমল নিখাদের মতো। এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ, আগে চতুর্থ বা শেষ শ্রুতি হইতে ষড়জ আরম্ভ হইত, এখন প্রথম শ্রুতি হইতে ষড়জ আরম্ভ হয়।

এখনকার সঙ্গীতাচার্যগণ লক্ষ-সঙ্গীতের মতেই চলেন। কাজেই আমাদিগকেও এই গ্রন্থে ঐ মতানুসারেই চলিতে হইবে। ইহা না করিলে বর্তমান সঙ্গীত-পদ্ধতিকে পরিপূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজাইতে হয়, এবং তাহা অসম্ভব। 'ভাবীসঙ্গীত'-এ হয়তো ইহা বদলাইয়া যাইবে—কে বলিতে পারে!

মাদ্রাজ অঞ্চলে এক অদ্ভুত শুদ্ধ সুরাবলীর প্রচলন আছে। আমাদের কোমল রেখাব ওদেশে শুদ্ধ রেখাব বলিয়া পরিচিত। আমাদের শুদ্ধ রেখাব ওদেশের শুদ্ধ গান্ধার। এই প্রকারে আমাদের কোমল ধৈবত ওদেশে শুদ্ধ ধৈবত ও আমাদের শুদ্ধ ধৈবত ওদেশে শুদ্ধ নিখাদ। এই রীতি অনুসারেই ওদেশের সঙ্গীত আজো নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমাদের বর্তমান মতানুসারে এই মাদ্রাজী রীতিকে অদ্ভুত ও ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ-সঙ্গীতানুসারে তাঁহাদের মতই ঠিক—এবং আমাদের মতামত ভ্রমাত্মক। মাদ্রাজ অঞ্চলে বহু প্রচলিত অধিকাংশ শুদ্ধ সুর 'রত্নাকর' প্রভৃতি প্রাচীনতম

গ্রন্থ মতে মেলে, কিন্তু, আমাদের দেশে প্রচলিত ও শুদ্ধ সুর প্রাচীন কোনো গ্রন্থ মতেই মিলে না।

নিম্নে প্রাচীনতম সঙ্গীত-গ্রন্থ 'রত্নাকর' (সংস্কৃত)-এর শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের সঙ্গে লক্ষ-সঙ্গীতের বা প্রচলিত সঙ্গীতের শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইয়াছে। ইহার পরে অন্যান্য আরো কয়েকটি বিখ্যাত সংস্কৃত প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের মতে শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইবে। ইহা হইতে বোঝা যাইবে—ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের সুরে কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইউরোপেও আমাদের মতো এক সপ্তকে বা গ্রামে বারোটা সুরের প্রচলন আছে—কড়ি কোমল লইয়া। তবে ওদেশে শ্রুতি আছে বলিয়া জানি না।

'রত্নাকর' যুগের এবং বর্তমান যুগের সুরের পার্থক্য

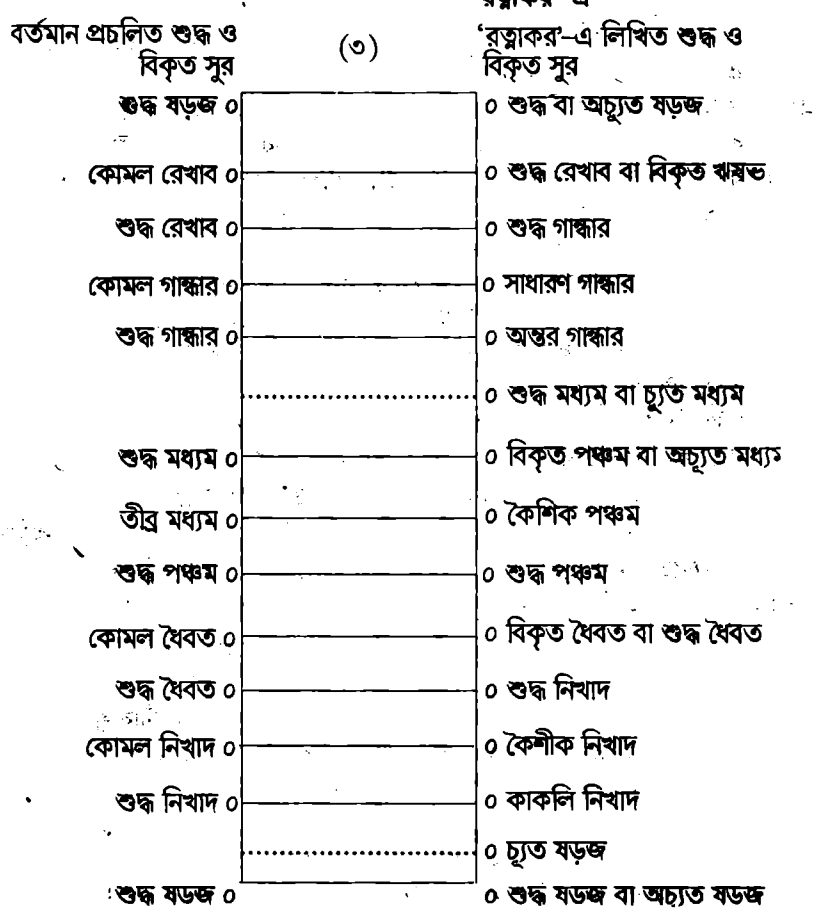

মনোযোগ দিয়া এই উপরের চিত্র দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্তমানের কোমল রেখাব 'রত্নাকর' যুগের রেখাব (চিত্রে লিখিত বিকৃত ঋষভ মানে তীব্র রেখাব) বর্তমানের শুদ্ধ রেখাব সে যুগে ছিল শুদ্ধ গান্ধার। কোমল ও শুদ্ধ ধৈবতেরও এই অবস্থা। আমাদের এখনকার কোমল ধৈবত তখন ছিল শুদ্ধ ধৈবত। আমাদের এখনকার শুদ্ধ ধৈবত তখন ছিল শুদ্ধ নিখাদ। রত্নাকর-এ আবার শুদ্ধ মধ্যমের পরে আর এক মধ্যমের কথা আছে—যাহার নাম অচ্যুত মধ্যম—ইহা হয়তো সে যুগের কড়ি মধ্যম ছিল। তাহা যদি হয় তবে কৈশিক পঞ্চম কি বস্তু? ইহাই যদি সে যুগের কড়ি মধ্যম হয়—তাহা হইলে অচ্যুত-মধ্যম বলিয়া যে সুর সে যুগে ছিল, এ যুগে তাহা নাই। আমরা তীব্র মধ্যমকে বিকৃত পঞ্চম বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু কৈশিক পঞ্চম বলিয়া কোনো কিছু নাই আমাদের যুগে। রত্নাকরের যুগেও কোমল তীব্র ছিল—তবে তাহাদের নাম ছিল বোধ হয় চ্যুত ও অচ্যুত।

রত্নাকরী যুগে কড়ি কোমল সুর ছাড়া শ্রুতির সুরও প্রচলিত ছিল ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ, দুই প্রকার ষড়জ, তিন প্রকার গান্ধার ও নিখাদের কথা এবং দুই তিন প্রকারের মধ্যম পঞ্চমের কথাও উল্লিখিত আছে। এ যুগে বহু গবেষণার পর সপ্তককে প্রধান বারো ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—ইহা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যন্ত্র-সঙ্গীত ছাড়া কণ্ঠ-সঙ্গীতে শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারেন এরূপ গুণী খুব বেশি নাই ভারতবর্ষে। বর্তমান প্রচলিত রাগ-রাগিণীতেও কড়ি কোমল সুর ছাড়া শ্রুতি ব্যবহার করার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নাই। কারণ, আমরা যখন গ্রন্থ-লিখিত বহু রাগ-রাগিণীর পরিবর্তন সাধন করিয়া বর্তমানোপযোগী করিয়া লইয়াছি এবং গ্রন্থোক্ত বহুরূপ রাগিণীও বাতিল করিয়া দিয়াছি—তখন গ্রন্থোক্ত সুর ও শ্রুতি মানিয়া চলিবারই বা প্রয়োজন কি—লক্ষ-সঙ্গীতের এই যুক্তি অসমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'ভাবী-সঙ্গীত'-এ হয়তো আমাদেরও এই মত বাতিল হইয়া যাইবে—কিন্তু দুঃখ করিবার কিছু নাই। ইহাই যুগধর্ম—জীবনের ধর্ম।

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের মতে শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের নক্সা নিচে দেওয়া গেল। তাহার পার্শ্বে বর্তমানে প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের রূপেরও আভাস দেওয়া গেল। ইহা হইতে বোঝা যাইবে—এই পরিবর্তন কিরূপে একটু একটু করিয়া সাধিত হইয়াছে। নিচে 'রাগ-বিরোধ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের শুদ্ধ বিকৃত সুরের নক্সা দিলাম। গোঁড়াদলের অনেকে এখনো এই গ্রন্থের মত মানিয়া চলিতে চাহেন—কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। ভ্রমাত্মক এই জন্য যে, আজকাল এমন কোনো রাগ-রাগিণী নাই যাহা শ্রুতি অনুসরণ করিয়া চলে। মীড় ও সুরের কাজের সময় অবশ্য শ্রুতি স্পর্শ করিয়া যায়—কিন্তু বর্তমান সঙ্গীত জগতে এমন কোনো গ্রন্থ নাই যাহাতে রাগ-রাগিণীর শ্রুতি মানিয়া চলার নির্দেশ লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অনুসারে বাঁধা হইয়াছে এমন কোনো রাগ-রাগিণী কি এ যুগে প্রচলিত আছে?

আজকাল দু'একজন গুণী বা গায়ক শ্রুতির রেখাব গান্ধার বা ধৈবত ইত্যাদি ব্যবহার করেন রাগ-রাগিণীতে—কিন্তু 'লক্ষ-সঙ্গীত' মতে ইহা ভুল। কারণ এ যুগে শ্রুতিতে বাঁধা কোনো রাগ-রাগিণী নাই, ইহা লক্ষ-সঙ্গীতের স্পষ্ট নির্দেশ। লক্ষ-সঙ্গীত বা বর্তমান

যুগ-প্রচলিত সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইহাই স্পষ্ট নির্দেশ যে, 'মাত্র বারো সুর অর্থাৎ সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত সুর লইয়াই এ যুগের সঙ্গীতের সৃষ্টি, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রাগ-রাগিণীতে শ্রুতির কোনো প্রয়োজন নাই।' কেবল মীড় ও সুরে যেটুকু শ্রুতি আপনা হইতে আসে—তা ছাড়া কষ্ট করিয়া বা জিমন্যাস্টিক করিয়া শ্রুতি নির্গমের কোনো প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য এসব করেন তাঁহারা করিতে পারেন—কিন্তু ইহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

যাক, 'রাগ বিরোধ' গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইল নিচের নক্সায়।

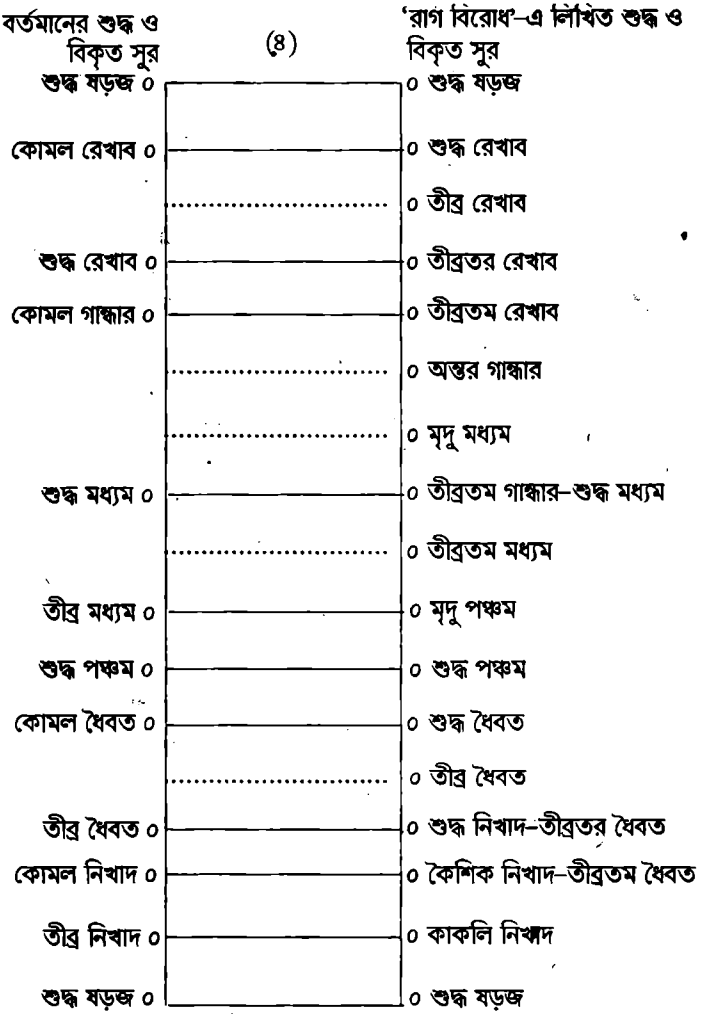

নিম্নে 'কলানিধি' নামক আর এক প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের সহিত বর্তমান যুগের শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইল :

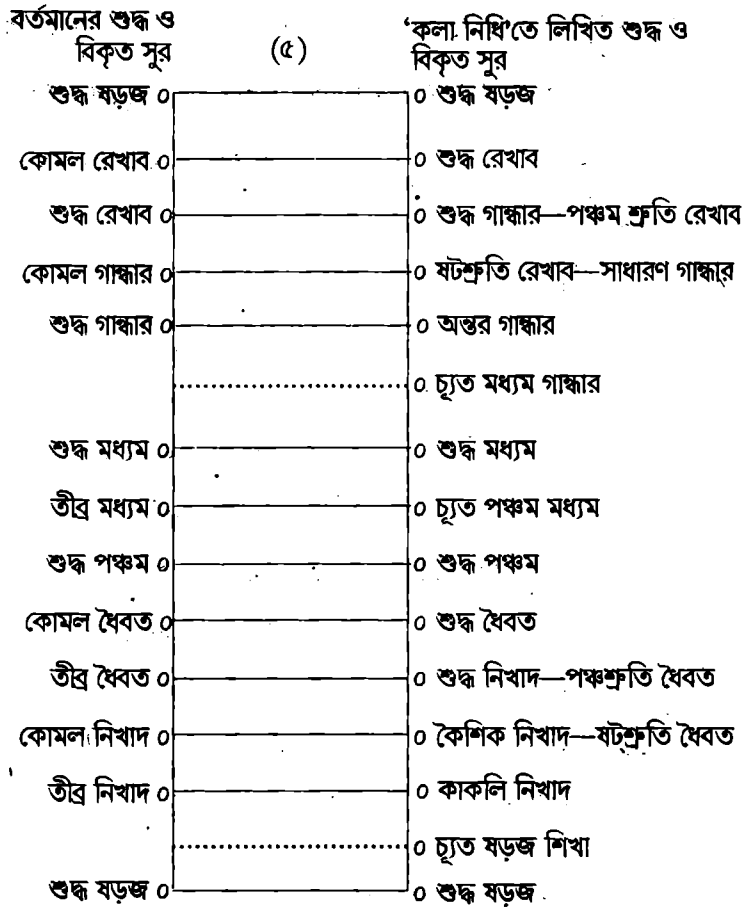

'সারামৃত' গ্রন্থে লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত সুরের পার্থক্য নিম্নে দেখানো যাইতেছে :

(৬)

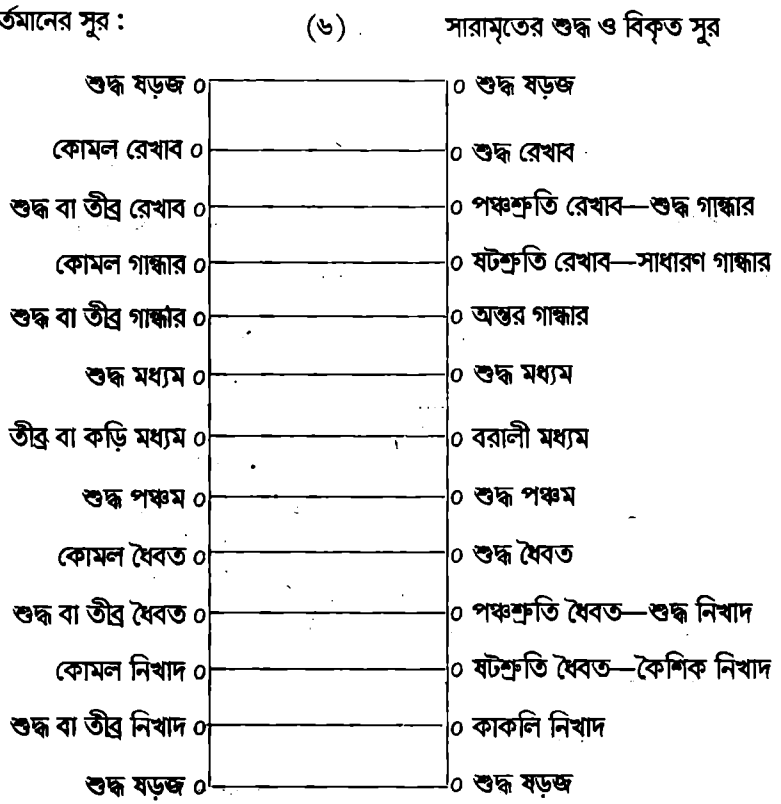

'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থ প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; ইহার শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের নক্সা নিচে দেওয়া গেল।

এই নক্সাগুলি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সমস্ত গ্রন্থকারই বিনা দ্বিধায় ও আপত্তিতে বাইশ শ্রুতি মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু শুদ্ধ সুরসকলকে শ্রুতিতে স্থাপিত করিতে গিয়া কেহ কাহারো সহিত একমত হন নাই। একজন এক সুর যে শ্রুতিতে বলিয়াছেন, অন্য গ্রন্থকার সেই সুর অন্য শ্রুতিতে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু ষড়জ বা 'সা' সম্বন্ধে সকলে একমত অর্থাৎ সকলেই চতুর্থ শ্রুতি বা ছন্দোবতীতে ষড়জ বলিতেছেন। 'গ্রন্থ সঙ্গীত' ও 'লকস্ সঙ্গীত'-এ ইহাই অত্যধিক পার্থক্য। 'সঙ্গীত-পারিজাত' বোধ হয় ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে নবীনতম, কারণ উহার সুরের সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রচলিত অনেক সুরের সঙ্গে খেলে। ইহাও হইতে পারে যুগধর্ম অনুসারে এইরূপ পরিবর্তন হইতে হইতে সুরে বর্তমান রূপ—যাহা এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ বলিয়া মনে হয়—পরিগ্রহ করিয়াছে। যে যে নক্সায় গ্রন্থের শুদ্ধ সুর ও বর্তমানের শুদ্ধ সুর একস্থানে লিখিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা ভালো করিয়া দেখুন—তাহা হইলে দেখিবেন গ্রন্থের ষড়জ ও আজকালকার ষড়জ একস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থের মতানুসারে এই ষড়জের স্থান চতুর্থ শ্রুতি অর্থাৎ ছন্দোবতী। অর্থাৎ এই ষড়জের স্বর বা সুর ছন্দোবতী শ্রুতির সুরের ন্যায়। কিন্তু এই সুরকে আমরা এখনো প্রথম শ্রুতির সুর বলিয়া মানি। কেননা, আমাদের এই যুগের ষড়জ প্রথম শ্রুতি হইতে আরম্ভ। (২ নং নক্সা দেখুন) অতএব, গ্রন্থের চতুর্থ শ্রুতি 'ছন্দোবতী'—আমাদের এখনকার প্রথম শ্রুতি 'তীব্রা' এবং গ্রন্থের পঞ্চম শ্রুতি 'দয়াবতী' যাহা ও-যুগে ছিল রেখাবের শ্রুতি—উহাকে আমরা ষড়জের দ্বিতীয় শ্রুতি 'কুমুদ্বতী' বলিয়া মানিতেছি। গ্রন্থের 'রঞ্জনী' শ্রুতি আমাদের এখনকার 'মন্দা' শ্রুতি। গ্রন্থের 'রক্তিকা' শ্রুতি আমাদের এখানকার 'ছন্দোবতী' ইত্যাদি।

এইরূপ অন্যান্য বহু গ্রন্থে সেই যুগে প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পরিচয় লিখিত আছে, কিন্তু ষড়জের বেলায় সকলেই একমত। 'রাগবিরোধ' ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে শ্রুতিতে বাঁধা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। 'রাগবিরোধ'-এ বহু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে—যাহা শ্রুতির সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা—কিন্তু পরবর্তী যুগে তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখনো যাঁহারা রাগ-রাগিণীতে শ্রুতির কথা বলিয়া থাকেন তাঁহারা এই 'রাগবিরোধ' পন্থী।

এই শ্রুতির সাহায্য লইয়াই সঙ্গীতাচার্যগণ শুদ্ধ ও বিকৃত দ্বাদশটি সুর লইয়া পরবর্তী সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'রত্নাকর'-এ লিখিত আছে যে, 'এক সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি আছে এবং ষড়জ রেখাব গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিখাদ এই শ্রুতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।' শ্রুতি ও শুদ্ধ সুরের কথা ইহার বেশি লিখিবার প্রয়োজন নাই। এই যুগের সঙ্গীত-শিক্ষার্থীগণের শুদ্ধ ও বিকৃত বারোটি স্বর ব্যতীত শ্রুতি লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কেননা, এই যুগের সঙ্গীতে কোথাও শ্রুতির প্রয়োজন হয় না—মীড় ও স্বরের কাজ ব্যতীত।

আরোহী-অবরোহী

সা রে গা মা পা ধা নি পরিপূর্ণ সপ্তকে এই সাতটি সুর থাকে।

অসমাপ্ত

খাম্বাজ ঠাট বা কানভোজী মেল

সুর : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ঝিঁঝোটি	ধা় সা--রা মা গা-- মা পা ধা না র্সা	র্স ণা ধা পা মা গা রা সা	গান্ধার	ধৈবত	সম্পূর্ণ	সকল সময়	আরোহীতে তীব্র নিখাদের কৃর্ণ লাগে। পশ্চিম অঞ্চলের অত্যন্ত প্রিয় রাগিণী। ঠুমরীতে অত্যন্ত বেশি ব্যবহৃত হয়।
২.	খাম্বাজ	সা গা মা পা--ণা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা--পা মা গা-- রা সা	গান্ধার	নিখাদ	খাড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিহর	আরোহীতে রেখাব বর্জিত মধ্যম ও ধৈবতের সঙ্গত অত্যন্ত মধুর শোনা যায়। দুই নিখাদ লাগে।
৩.	তিলং	সা গা মা পা না র্সা	র্সা ণা পা মা গা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। কোমল নিখাদ হইতে পঞ্চমে মীড় মধুর শোনা যায়। দুই নিখাদ লাগে।
৪.	খাম্বাবতী	সা রা মা পা--ধা-- পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা--ধা মা-- গা মা সা	ষড়জ বা গান্ধার	পঞ্চম বা নিখাদ	বক্র সম্পূণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	এই রাগিণীতে খাম্বাজ ও মাড় রাগিণী মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। গা মা সা উহার বিশেষ তান। কম গাওয়া হয়।
৫.	দুর্গা	সা গা মা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা মা গা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	রেখাব ও পঞ্চম বর্জিত। উত্তরবঙ্গে বাগেশ্রীর ছায়া আসে। কিন্তু বাগেশ্রীর গান্ধার কোমল। কম গাওয়া হয়। দুই নিখাদ লাগে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৬.	রাগেশ্রী	সা রা সা--গা মা ধা-- না র্সা	র্সা ণা ধা মা গা--রা সা	ষড়জ বা মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	বাগেশ্রীর সঙ্গে খানিক মিল আছে। বাগেশ্রীর গান্ধার কোমল, রাগেশ্রীর গান্ধার তীব্র। পঞ্চম ইহাতে বর্জ্জিত। দুই নিখাদ লাগে।
৭	সুরঠ	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা রা সা	রেখাব	ধৈবত	ওড়ব খাড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	মধ্যম হইতে রেখাব পর্যন্ত মীড় এই রাগিণীর বিশিষ্ট তান। দুই নিখাদ লাগে।
৮.	দেশ	সা রা মা পা--ণা ধা-- পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা--মা গা রা সা	রেখাব	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	আরোহীতে গান্ধার বর্জ্জিত। দুই নিখাদ লাগে।
৯.	তিলক কামোদ	পা্ না্ সা রা গা সা-- রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা--পা মা রা-- গা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	খাদের নিখাদ ইহার প্রধান মাধুর্য। আরোহীতে রেখাব লাগাইলে বক্র করিয়া লাগাইতে হয়। দুই নিখাদ লাগে। অনেক অঞ্চলে কেবল তীব্র নিখাদ লাগায়।
১০.	জয়জয়ন্তী	সা--রা--রা গা-- রা সা--ণা্ ধা্ পা্	র্সা ণা ধা--পা মা রা-- জ্ঞা রা না্ সা	রেখাব	ধৈবত	সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ লাগে। খাদের পঞ্চম হইতে সুদারার রেখাব পর্যন্ত মীড় ইহার প্রধান মাধুর্য।
১১.	নটমল্লার	সা রা গা মা--রা পা-- মা পা ধা ণা--র্সা	র্সা ণা ধা পা--মা--গা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	বর্ষা	

ক্রমিক সংখ্যা	রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১২	গারা	ম্া প্া ধ্া ন্ সা রা জ্ঞা রা গা মা পা ধা না র্সা	র্সা গা ধা গা পা মা গা রা--সা ন্া সা	ষড়জ	পঞ্চম	সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ লাগে। কতকটা জয়জয়ন্তীর আত্মীয়া। দুই গান্ধার সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।
১৩.	নারায়ণী	সা রা মা পা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা ম্া রা সা	ষড়জ বা পঞ্চম রেখাব	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	সকল সময়	
১৪.	প্রতাপ-বরালী	সা রা মা--পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা গা রা সা	রেখাব	ধৈবত	ওড়ব	সকল সময়	মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহা মামুলী রাগিণী। এ দেশে প্রচলিত নাই।
১৫.	নাগেশ্বরবলী	সা গা মা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা গা সা	ষড়জ বা মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব	সকল সময়	ইহাও অপ্রচলিত রাগিণী।
১৬.	গৌড় মল্লার	সা রা মা পা--মা পা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--মা গা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	বর্ষা	কোমল নিখাদের কণ্ দেওয়া হয়। রা জ্ঞা রা মা জ্ঞা--এই রাগিণীর প্রধান তাল।
১৭	বড় হংস	সা রা মা পা ধা ণা পা--না র্সা	র্সা ণা পা--ধা পা-- সা রা সা	পঞ্চম	রেখাব	খাড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	পাঞ্জাব অঞ্চলে ইহার প্রচলন আছে। অন্য দেশে বিশেষ শোনা যায় না।

পাণ্ডুলিপির প্রথমে 'শোভাবতী' শব্দটি লেখা আছে—কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই।

খাম্বাজ-ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে খাম্বাজ ঠাটের নাম 'কাম-ভোজী' মেল। 'কাম-ভোজ'—এরই অপভ্রংশ খাম্বাজ। ইহার আসল সুর ষড়জ, শুদ্ধ অর্থাৎ তীব্র রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ বা তীব্র ধৈবত ও কোমল নিখাদ। তবে, আজকাল কোনো কোনো রাগিণীতে তীব্র নিখাদও লাগে। ইহাকে এখন খাম্বাজ ঠাট বলে। বেলাবল ঠাটে যেমন কোমল নিখাদ আজকাল প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি খাম্বাজ ঠাটেও তীব্র নিখাদ ব্যবহার—অতি আধুনিক না হইলেও কিছুদিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে।

খাম্বাজ ঠাট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় গায়কদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত যে সব রাগরাগিণী, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম—যাহাদের বাদী সুর গান্ধার ; দ্বিতীয়—যাহাদের বাদী সুর রেখাব। *সুরজ্ঞজনের ইহা বিশেষ ভাবে জানা আছে বলিয়া এই ঠাটের রাগরাগিণী গাহিবার সময় কোনো গোলমাল হয় না—বা এক রাগিণীর সহিত অন্য রাগিণীর জট পাকাইয়া যায় না। যে সব রাগরাগিণী খাম্বাজ-অঙ্গের, তাহাদের বাদী সুর গান্ধার এবং যে সব রাগরাগিণী সুরট-অঙ্গের তাহাদের বাদী সুর রেখাব—ইহা গায়কগণের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

খাম্বাজ, বাগেশ্রী, দুর্গা, খাম্বাবতী, তিলং ইত্যাদি রাগিণী খাম্বাজ অঙ্গের, এবং ইহাদের বাদী সুর গান্ধার।

সুরঠ, দেশ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগিণী সুরঠ-অঙ্গের এবং ইহাদের বাদী সুর রেখাব।

জয়জয়ন্তীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দুই গান্ধার বিশেষ করিয়া কোমল গান্ধারের আবেশ আসিয়া জানাইয়া দেয় যে, কানাড়া গাহিবার সময় হইয়া আসিল। জয়-জয়ন্তী কানাড়া-অঙ্গের রাগরাগিণীদলের অগ্রদূতী।

দুই বা তিন রাগরাগিণীর মিশ্রণে যে রাগ বা রাগিণীর উৎপত্তি হয়, উহাকে মিশ্র রাগ বা রাগিণী বলে। মিশ্ররাগ গাহিবার সময় প্রচলিত রীতি বা 'রেওয়াজ'কে মানিয়া চলাই উচিত। ভাবভট্ট পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গীত-গ্রন্থে বহু মিশ্র রাগরাগিণীর নাম দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সব রাগরাগিণীর লক্ষণ কি, বা কোন কোন সুর লাগে ইত্যাদি কিছুই বলেন নাই। কাজেই মনে হয় ঐ সব রাগরাগিণী হয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিম্বা কোনো কোনো 'খান্দানী' ঘরে বন্দী হইয়া আছে। 'খান্দানী' ঘরের উদার প্রকৃতির কেহ যদি স্বেচ্ছায় ঐ সব রাগরাগিণীকে মুক্তি দেন, তবেই তাহাদের রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারিব। আজকাল গায়ক ও গুণীগণ কল্যাণ, বেলাবল, নট, সারাং, বাহার, শ্রী, মল্লার, কানাড়া ও টোড়ির বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ করেন এবং গাহিয়াও থাকেন—এ সম্বন্ধে অসংখ্য মতভেদও দেখা যায়। কাজেই এই সব ব্যাপারে 'চলতি রেওয়াজ' মানিয়া চলাই সমীচীন মনে করি।

---

* এখানে সম্ভবত. কবি কিছু নোট দিতে চেয়েছিলেন।

কল্যাণ ঠাট

সুর : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ইমন	সা রা গা হ্মা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা গা রা সা	গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ ওড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	মাধুর্যের জন্য এই রাগিণীর অবরোহণে গান্ধারের সাথে শুদ্ধ মাধ্যমের কৃণ্ দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা বিবাদী সুর বলিয়া সাবধানে লাগানো উচিত। অনেকে শুদ্ধ মধ্যম দিয়া ইহাকে ইমন-কল্যাণ নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু ইমনেও শুদ্ধ মধ্যম নাই, কল্যাণেও নাই। ইহার গতি অত্যন্ত সবল বলিয়া আলাপের জন্য অত্যন্ত উপযোগী রাগিণী।
২.	শুদ্ধ কল্যাণ	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা গা রা সা	গান্ধার বা রেখাব	ধৈবত বা পঞ্চম	সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে মধ্যম ও নিখাদ লাগে না। আরোহী ভূপালীর মত। অবরোহণের কড়ি মধ্যম ও নিখাদ দুর্বল হওয়ার দরুণ ইহা অনেকটা ভূপালীর মত শোনায়। সত্যকার গুণীর মুখে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম হয়। ইহা কম গাওয়া হয়।
৩.	ভূপালি	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা রা সা	গান্ধার	ধৈবত	ওড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	অত্যন্ত প্রচলিত রাগিণী। ধৈবত বাদী করিলে 'দেশকার' হইয়া যাইবে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৪.	চন্দ্রকান্ত	সা রা গা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা ক্ষা গা রা সা	গান্ধার	ধৈবত	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	উদারা ও মুদারা গ্রামে ইহা বেশি গাওয়া হয়। অনেকটা শুদ্ধ কল্যাণের মত। শুদ্ধ কল্যাণে নিখাদ ও মধ্যম প্রবল নয়, ইহাতে এই দুই সুর প্রবল করিলে কোনো হানি হয় না।
৫.	হিণ্ডোল	সা গা ক্ষা ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা ক্ষা গা সা	ধৈবত	গান্ধার	ওড়ব	প্রথম প্রহর (দিবা)	আরোহীর নিখাদ দুর্বল। অনেকে আরোহীতে নিখাদ দেন না। গান্ধার হইতে ষড়জ পর্যন্ত মীড় মধুর শোনায়। উত্তর-অঙ্গ করিয়া গাওয়া উচিত অর্থাৎ চড়ার দিকে বেশি গাওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন, গান্ধার বাদী।
৬.	মালবশ্রী	সা গা ক্ষা পা না র্সা	র্সা না পা ক্ষা গা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব	দিবা তৃতীয় প্রহর	মধ্যম ও নিখাদ দুর্বল। কুল স্বরূপ এই দুই সুর লাগানো উচিত। ষড়জ গান্ধার ও পঞ্চম এই তিনটি সুরই ইহাতে প্রবল। অনেকে এই তিন সুরেই গান। কিন্তু ইহা ভারতয়ি সঙ্গীত শাস্ত্র বিরুদ্ধ। পাঁচ সুরের কম সুর যে রাগিণীতে তাহা ভারতীয় নহে ইহাই[১] পণ্ডিতের মত।
৭	হাম্বীর	সা রা সা--গা মা ধা--না ধা র্সা	র্সা না ধা মা--ক্ষা পা ধা মা--গা মা রা সা	পঞ্চম বা ধৈবত	ষড়জ বা রেখাব	বক্র সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	আরোহীর নিখাদ দুর্বল। অবরোহীর গান্ধারও দুর্বল। ইহার রূপ বক্র। অর্থাৎ ইহার আরোহী অবরোহী সরল নয়। অতিপরিচিত রাগিণী।

১. মালবশ্রী রাগের মন্তব্যের শেষে 'ইহাই' শব্দের পর একটি শব্দের পাঠোদ্ধার করা গেল না।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৮.	কেদারা	সা মা--মা পা--পা ধা পা--না ধা র্সা	র্সা না ধা পা ক্ষা পা--ধা পা--মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	ইহার গান্ধার দুর্বল বা গুপ্ত। আরোহীতে রেখাব একেবারে লাগিবে না।
৯.	কামোদ	সা রা পা--ক্ষা পা--ধা পা--ধা সা	র্সা না ধা পা--গা মা পা--গা মা রা সা	পঞ্চম	রেখাব বা ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	আরোহীর নিখাদ দুর্বল। অবরোহীর গান্ধারও দুর্বল। কামোদ ছায়ানটের সঙ্গে মিলিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। বাদী সম্বাদী বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গাহিতে হয়।
১০.	ছায়ানট	স--রা গা মা পা--ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা--ক্ষা পা--রা গা-মা পা--মা গা মা রা সা	রেখাব বা পঞ্চম	ধৈবত বা ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	পঞ্চম হইতে রেখাবে মীড় ছায়ানটের রূপকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। কামোদের তান ঃ সা রা পা পা--গা মা ধা পা--গা সা পা গা মা রা সা। ছায়ানটের তান ঃ ধা পা রা--রা গা পা মা পা গা মা রা সা।
১১.	শ্যাম	না সা--রা--মা রা--ক্ষা পা--ধা পা--না সা	র্সা না ধা পা--ক্ষা পা--মা গা রা না সা	ষড়জ	পঞ্চম	সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	অনেকটা কামোদের সঙ্গে মিলে। নিখাদ পরিষ্কার দেখাইতে হয়। তাহাতেই কামোদ হইতে বাঁচে। আরোহীতে গান্ধার নাই। কম গাওয়া হয়।
১২.	গৌড় সারং	সা রা সা--গা রা মা গা পা ক্ষা--ধা পা না ধা র্সা	র্সা ধা--না পা--বা ক্ষা--পা গা সা রা--পা রা সা	ধৈবত বা গান্ধার	রেখাব বা নিখাদ	ষাড়ব সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	অত্যন্ত বক্র স্বরূপ। 'গা রা সা গা' তানেই ইহার রূপ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৩.	ইমনী বেলাবল্	সা রা গা মা গা--ক্ষা পা--ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা--পা মা গা মা রা সা	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	ইহা বেলাবলের রকম-ফের রূপ। কেবল আরোহীতে তীব্র মধ্যম লাগে। ইহাতেই ইমনের রূপ ফুটিয়া ওঠে। অবরোহীতে বেলাবলের রূপ ফুটিয়া ওঠে। ইহাকে দনের কল্যাণও বলে। আরোহীতে নিখাদ লাগে। প্রায় অপ্রচলিত।
১৪.	শাওণী কল্যাণ	সা ন্া ধ্া ন্া ধ্া প্া-- সা রা সা--গা পা ধা র্সা	র্সা না ধা--না ধা পা-- গা রা সা ধ্া	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব	রাত্রি প্রথম প্রহর	শুদ্ধ কল্যাণের মত অনেকটা। আরোহী ও অবরোহীতে মধ্যম নাই। কেহ কেহ অবরোহীতে গান্ধারের সাথে শুদ্ধ মধ্যমের কৃণ দেন।
১৫.	জয়ত	সা রা গা পা--পা ধা পা র্সা	র্সা ধা পা পা--গা পা-- গা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি প্রথম প্রহর	ইহা উদারা ও মুদারা গ্রামে গাওয়া উচিত।
১৬.	আনন্দী	(অসমাপ্ত)[১]						

বেলাবল্ ঠাট বা শঙ্করা ভরণ মেল

সুর : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	শুদ্ধ বেলাবল্	সা রা গা মা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা মা গা রা সা	ষড়জ বা ধৈবত	পঞ্চম বা রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	এই রাগিণীর স্বরূপ আরোহীতে প্রকাশ পায় উত্তরাঙ্গে জোর যাবে। কম গাওয়া হয়।
২.	আলাইয়া	সা রা সা--গা রা-- গা পা--ধা না ধা-র্সা	র্সা না ধা--পা--ধা না ধা পা--মা গা-- মা রা সা	ধৈবত	গান্ধার	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	আরোহীতে মধ্যম লাগে না। অবরোহীর গান্ধার বক্র। অবরোহীতে কোমল নিখাদও লাগে কিন্তু ইহা বিষাদী সুর বলিয়া সাবধানে লাগাইতে হয়।
৩.	বেহাগ	ন্ সা গা মা পা ন্ স।	র্সা না—ধা পা—মা গা-- রা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহীতেও এই দুই সুর দুর্বল। আজকালকার রীতি অনুসারে দুই মধ্যম লাগে।
৪.	বেহাগরা	ন্ সা গা মা পা না র্সা	র্সা না ধা পা--ণা ধা পা ক্ষা--মা গা রা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	কোমল নিখাদের জন্য ইহা বেহাগ হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে।
৫.	শঙ্করা (ক) :-- শঙ্করা (খ) :--	সা গা পা ধা--না ধা র্সা সা রা গা পা না ধা র্সা	র্সা না--পা না ধা র্সা না--পা গা র্সা র্সা না ধা পা গা--না ধা পা গা-- রা সা	ষড়জ গান্ধার	পঞ্চম	ওড়ব	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	(ক) ওড়ব জাতীয় করিয়া গাহিলে রেখাব ও মধ্যম দুই সুর বর্জিত করিতে হয়। (খ) খাড়ব করিয়া গাহিলে শুধু মধ্যম বর্জিত করিতে হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে মধ্যমের কৃণ্ লাগাইয়া গাওয়া হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৬.	দেশকার	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা রা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	সকাল	ইহা উত্তরাঙ্গের রাগিণী। উত্তরাঙ্গ প্রবল করিয়া গাহিতে হয়। ধা পা গা'র সঙ্গত অধিক থাকে। গান্ধার প্রবল করিলে ভূপালি হইয়া যাইবে। ধৈবত বাদীর জন্য ইহা সকালের ও বেলাবল ঠাটের হইয়াছে।
৭.	পাহাড়ী	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা রা সা ধা	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি	খাম্বাজ ঠাটের পাহাড়ী যাঁরা গান তাহা আসলে 'পাহাড়ী-ঝিঁঝোটী'। এ পাহাড়ী কম শোনা যায়। 'পাহাড়ী-ঝিঁঝোটী'ই পাহাড়ী নামে চলতি।
৮.	দেবগিরি	সা ন্া ধা ন্া ধা--সা রা গা--গা মা গা--পা ধা না ধা র্সা	স্া না ধা না পা মা গা--মা রা--সা	ষড়জ	পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	ইহা এক প্রকার বেলাবল জাতীয় প্রায় অপ্রচলিত রাগ।
৯.	মাঁড়	সা গা রা--মা গা পা--মা ধা--পা না-ধা র্সা	র্সা ধা--না পা--ধা মা--পা গা--মা রা--গা সা	মধ্যম বা ষড়জ	পঞ্চম বা ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকল সময়	এই রাগের মধ্যম পঞ্চম ষড়জ প্রবল থাকে। অর্থাৎ ঐসব সুরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। আরোহী অবরোহী বিলম্বিত লয়ে গাওয়া উচিত। প্রচলিত রীতি অনুসারে মধ্যমকেই 'জান' করিয়া গাওয়া হয়। গজল ঠুংরীতে খুব ব্যবহৃত হয়। মাড়বার দেশের খুব প্রচলিত ও প্রিয় রাগিণী। তাই নাম মাঁড়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১০.	নট	সা সা গা মা মা--মা পা মা মা পা--পা ধা না র্সা	র্সা না ধা না পা— মা পা মা গা সা— সা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। ইহাও প্রায় অপ্রচলিত।
১১.	নট-বেলাবল্	সা সা--গা মা গা-- মা পা মা--ধা না র্সা	র্সা না ধা--গা পা-- মা গা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	বেলাবল ও নটের মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। আরোহীতে কোমল নিখাদের রূপ লাগে। ইহাও বেশি প্রচলিত নাই।
১২.	শুক্ল বেলাবল	সা--গা মা--মা পা ণা ধা সা--ধা না র্সা	র্সা না ধা--ণা ধা পা মা--গা রা--সা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	আরোহীতে রেখাব দুর্বল বা গুপ্ত। উত্তর অঙ্গ প্রবল করিয়া গাহিতে হয়। আরোহীতে কোমল নিখাদের স্পর্শ লাগে। ইহা অপ্রচলিত নয়। বেলাবল জাতীয় মধুর রাগিণী।
১৩.	মালোহা কেদারা	স্ পা্ না্ সা--রা সা-- গা পা মা--না র্সা	র্সা না ধা পা--মা গা মা রা--সা		পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম প্রহর রাত্রি	মন্দ্রস্থান বা উদারা গ্রামে ভাল শোনায়। আরোহীতে ধৈবত নাই। পশ্চিমে প্রচলিত। এদেশে শোনা যায় না।
১৪.	কুকুভ	সা রা রা পা মা পা ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা মা পা মা গা মা রা সা		ধৈবত বা ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	আরোহীতে গান্ধার নাই। ইহাও প্রচলিত রাগ নয়।
১৫.	দুর্গা	সা রা--মা রা--পা ধা র্সা	র্সা ধা পা ধা মা রা সা		ষড়জ বা রেখাব	ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	গান্ধার নিখাদ বর্জিত। অতি অল্পদিন ইহা প্রচলিত হইয়াছে। বেলাবল ঠাটের অন্যতম মধুর রাগিণী। ধৈবতবাদী বলিয়া ইহা দিনে গাওয়া হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৬.	সরপর্দা	সা রা গা মা--ধা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা না ধা পা--ধা পা মা--গা মা রা সা		পঞ্চম বা ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	ইহা কতকটা প্রচলিত।
১৭.	লচ্ছাশাখ	সা রা গা মা--পা মা মা গা--ধা না ধা না র্সা	র্সা না ধা ধা পা--পা ধা পা মা গা রা সা		রেখাব বা নিখাদ	সম্পূর্ণ	দিবা প্রথম প্রহর	এই রাগিণীতে বেলাবল ঝিঁঝোটী ও গৌড় সারং এই তিন রাগিণীর রূপ দেখা যায়। কিন্তু বেলাবলই প্রধান থাকে।
১৮.	হংসধ্বনু	সা রা গা পা না র্সা	র্সা না পা গা রা সা		পঞ্চম	ওড়ব	রাত্রি	মাদ্রাজ অঞ্চলের ইহা মামুলী রাগিণী। এ অঞ্চলে প্রচলিত নাই। মধ্যম ও ধৈবত বর্জিত।
১৯.	হেম	পা ধা পা--সা রা সা--গা মা পা--ধা পা--র্সা	র্সা ধা পা--গা মা পা--গা মা রা সা		পঞ্চম	ওড়ব	রাত্রি	মন্দ্রস্থান ও উদারা গ্রামে মধুর শোনায়। ইহা প্রচলিত নয়।
২০.	পঠমঞ্জরী	সা রা সা--না ধা না পা--গা রা গা মা--পা মা পা--না র্সা	র্সা না ধা--না পা মা গা রা সা		পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	মন্দ্র ও মধ্যস্থান অর্থাৎ উদারা ও মুদারা গ্রামে ইহা গাওয়া উচিত। কাফি ঠাটের পঠমঞ্জরীই কতকটা প্রচলিত। বেলাবল ঠাটের পঠমঞ্জরী শোনা যায় না।
২১.	জলধর কেদারা	সা রা সা মা রা--মা মা পা--না ধা--র্সা	র্সা না ধা পা মা পা--ধা পা মা রা সা		ষড়জ	খাড়ব	রাত্রি	গান্ধার বর্জিত। ইহা এক প্রকার কেদারা।
২২.	গুণকলি	সা--গা রা সা--না ধা সা--গা মা পা না র্সা	র্সা না ধা পা--গা রা সা –		পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	ভৈরোঁ ঠাটেরই গুণকেলী আলাদা। ভৈরোঁ ঠাট দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
২৩.	নৌরোচ্‌কা	সা রা গা--সা ধ্‌া প্‌া-- ধ্‌া না--সা রা গা মা পা ধা	ধা পা গা মা রা সা ধ্‌া প্‌া		পঞ্চম	সম্পূর্ণ খাড়ব	সকল সময়	অপ্রচলিত রাগিণী।
২৪.	বাঙ্গাল	সা রা গা মা পা র্সা	র্সা না ধা পা মা গা রা সা		মধ্যম	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	অপ্রচলিত রাগিণী
২৫.	জলধর	সা রা মা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা--রা সা		মধ্যম	ওড়ব	বর্ষা	অপ্রচলিত রাগিণী। প্রায় 'দুর্গা'র মত।
২৬.	আশা (অসমাপ্ত)							
২৭.	নট-বেহাগ (অসমাপ্ত)[২]							

২ বেলাবল ঠাটের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে কবি কিছু লেখেন নি

ভৈরোঁ (ভৈরব) ঠাট বা গৌড়–মালব মেল

সুর : সা ঋা গা মা পা দা না র্সা (রেখাব ও ধৈবত কোমল)

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ভৈরোঁ (ভৈরব)	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	রেখাব ও ধৈবত আন্দোলিত করিয়া গাওয়া হয়।
২.	দেশ-গৌড়	সা ঋা সা--পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--সা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	সকাল	মধ্যম ও গান্ধার বর্জ্জিত।
৩.	মেঘ-রঞ্জনী	সা ঋা গা মা--না র্সা	সা না সা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি প্রথম প্রহর	কেহ কেহ ললিতের মত দুই মধ্যম ব্যবহার করেন। নিখাদ ও মধ্যমের মীড় ইহার বিশেষত্ব।
৪.	গুণকলি	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা দা পা মা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	সকাল	ভৈরব-অঙ্গ স্পষ্ট হওয়ায় যোগিয়া হইতে বিভিক হয়।
৫.	যোগিয়া	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা না দা পা মা ঋা সা	মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	সকাল	রেখাব বেশি দেওয়া বা উদার বাড়তের কাজ করা উচিত নয়। যোগিয়ার বিশেষত্ব 'ঋা মা'র এবং 'মা ঋা সা'র মীড় ; কেহ কেহ আরোহীতে গান্ধারের কৃণ দেন। উত্তরাঙ্গের রাগিণী।
৬.	প্রভাবতী বা প্রভাতী	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	রাত্রির শেষ প্রহর	ভৈরোঁর বাদী সম্বাদী ধৈবত ও রেখাব। ইহার বাদী সম্বাদী মধ্যম ষড়জ। ইহাতেই ইহা ভৈরব হইতে অন্যরূপ শোনা যায়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	কালংড়া	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	রাত্রির শেষ প্রহর	ভৈরোঁর মত রেখাব ধৈবত আন্দোলিত হয় না। ইহা চঞ্চল প্রকৃতির রাগিণী। কেহ কেহ গান্ধার-বাদী করিয়া প্রভাতী হইতে বাঁচান। কিন্তু ইহার চঞ্চল প্রকৃতিই ইহাকে সহজে পরিচিত করিয়া দেয়। গান্ধার অনুবাদী করা চলে। বাদী সম্বাদী করার প্রয়োজন নাই।
৮.	সৌরাষ্ট্র বা সুরষ্টি	সা ঋা গা মা ধা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	সকাল	দুই ধৈবত লাগে। আরোহীতে তীব্র ও অবরোহীতে কোমল ধৈবত।
৯.	বামকেলি	সা ঋা গা পা দা র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	কেহ কেহ দুই মধ্যম লাগান।
১০.	বিভাস	সা ঋা গা পা দা র্সা	র্সা দা পা গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	গা-পা'র সঙ্গত মধুর শোনায়। অন্য একরূপ বিভাস প্রচলিত আছে। তাহাতে তীব্র ধৈবত লাগে।
১১.	ললিত পঞ্চম	সা ঋা গা মা ধা না র্সা	র্সা না দা পা--ঋা পা--গা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	এই রাগে দুই মধ্যম লাগে।
১২.	সাবেরী	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা না দা পা সা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রির শেষ প্রহর	ইহা এক প্রকার আশাবাদী। অবরোহী সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য যোগিয়া ও গুণকেলী হইতে বিভিক হয়। আজকাল আশাবরী অধিকাংশ স্থলেই তীব্র রেখাব দিয়া গাওয়া হয়। কেহ কেহ দুই রেখাবও লাগান। তবে, আশাবরীর গান্ধার কোমল, ইহার তীব্র।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৩.	বাঙ্গালা ভৈরোঁ	সা ঋা গা মা পা দা র্সা	র্সা দা পা মা গা মা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	খাড়ব	সকাল	ইহাতে নিখাদ বর্জ্জিত বা বিবাদী।
১৪.	শিবমত ভৈরব	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--ণা দা পা মা জ্ঞা মা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	ইহাতে গান্ধার ও নিখাদ আরোহীতে তীব্র ও অবরোহণে কোমল করিয়া গাওয়া হয়। কাজেই ইহা আরোহণে ভৈরোঁ ঠাট এবং অবরোহণে টোড়ী ঠাট। এই জাতীয় রাগ বা রাগিণীকে 'মিশ্র মেল' বলে। ইহার প্রচলন হওয়া উচিত।
১৫.	আনন্দ ভৈরব	সা ঋা গা মা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা মা গা ঋা সা	পঞ্চম	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	ইহার ধৈবত তীব্র। ভৈরোঁ ও বেলাবলের মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। কেহ কেহ আরোহণে বক্রভাবে কোমল ধৈবত লাগান। ইহাতে এই রাগিণী মধুরতর শোনায়। এইভাবে কোমল ধৈবত লাগান :--সাঁ না ধা পা মা--দা--পা মা গা ঋা সা। এই মতের যাঁহারা পরিপোষক, তাঁহারা মধ্যমকে সম্বাদী ও ষড়জবাদী করিয়া এই রাগিণী আলাপ করেন। 'আনন্দ-ভৈরবী' অন্য রাগিণী। তাহা আশাবরী ঠাটের। ভৈরবী ঠাটের হওয়া উচিত নয়।
১৬.	হেজাজ্ বা হুজীজ্	সা ঋা গা মাপা দা গা র্সা	র্সা ণা দা পা মা--গা মা পা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ-	সম্পূর্ণ	সকাল	ভৈরোঁ ও ভৈরবীর সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। আরবের 'হেজাজ' প্রদেশের সুর ভোল বদলাইয়া ভারতীয় হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৭.	জিলফ	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--দা পা মা--গা মা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	সম্পূর্ণ	সকাল	মিশ্র মেলের রাগিণী। মুসলমান গায়কগণের সৃষ্টি এই রাগিণী। যন্ত্রে এই রাগিণীর আলাপ শোনা যায়। গান প্রায় শোনা যায় না।
১৮.	আহীর ভৈরোঁ	সা ঋা গা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা গা ঋা সা	ষড়জ	মধ্যম	সম্পূর্ণ	সকাল	নিখাদ কোমল। ইহা মিশ্র মেলের রাগ। ইহার পূর্বাঙ্গ ভৈরোঁ ঠাটের এবং উত্তরাঙ্গ কাফি ঠাটের। ভৈরব ও কাফির সংমিশ্রণে ইহার সৃষ্টি।
১৯.	বাঙালি (অসমাপ্ত)							
২০.	কর্ণাট-সামন্ত (অসমাপ্ত)							

১. হৈমন্তী শব্দটি লেখা আছে প্রথমে—কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই।

ভৈরোঁ বা ভৈরব ঠাট

আজকাল যাহা ভৈরোঁ বা ভৈরব ঠাট নামে পরিচিত, প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে তাহার নাম 'গৌড়-মালব' মেল। ইহার সুর ঃ—ষড়জ, কোমল রেখাব, তীব্র গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, তীব্র নিখাদ। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই ঠাটের রেখাব ও ধৈবত কোমল। 'সন্ধি-প্রকাশ' রাগ-রাগিণীর ইহা প্রধান লক্ষণ। 'সন্ধি-প্রকাশ' রাগ-রাগিণী তাহাকে বলে, যাহা দুই সময় (মিলাইয়া) গাওয়া যায়। এই ঠাটের আরো বিশেষত্ব এই যে ইহার রাগ-রাগিণী উত্তর-অঙ্গ প্রধান অর্থাৎ মুদারা গ্রামের পঞ্চম হইতে তারা স্থানের ষড়জ পর্যন্ত প্রবল হয়। ইহার প্রথম রাগ ভৈরব এবং এই রাগের নামানুসারে এই ঠাটের নামকরণ হইয়াছে। তাহার কারণ, ইহার অন্তর্গত সকল রাগ রাগিণীতেই ভৈরব-অঙ্গ প্রধান।

ভৈরবী ঠাট

(প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার নাম 'টোড়ী ঠাট')

সুর : সা ঋা জ্ঞা মা পা দা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ভৈরবী	সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা	পঞ্চম বা ষড়জ	ষড়জ বা পঞ্চম	সম্পূর্ণ	সকাল	কেহ কেহ ধৈবত বাদী ও গান্ধার সম্বাদী বলেন।
২.	মালকোষ	সা জ্ঞা মা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা মা জ্ঞা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি শেষ প্রহর	রেখাব ও পঞ্চম বিবাদী।
৩.	ভূপাল	সা ঋা জ্ঞা পা দা র্সা	র্সা দা পা জ্ঞা ঋা সা	ধৈব	রেখাব	ওড়ব	সকাল	ভূপালী যেমন তীব্র সুর দ্বারা সন্ধ্যায় গাওয়া হয়, তেমনি কোমল সুর দিয়া সকালে ভূপালী গাওয়া হয়।
৪.	আশাবরী	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার বা রেখাব	ওড়ব	দিবা দ্বিতীয় প্রহর	উত্তর-অঙ্গ প্রধান রাগিণী। কেহ কেহ আরোহীতে তীব্র ও অবরোহণে কোমল রেখাব ব্যবহার করেন।
৫.	ধানশ্রী	ণ্‌া সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	কাফি ঠাটেও এক প্রকার ধান রহিয়াছে। পূরবী ঠাটেও এক প্রকার ধানশ্রী আছে, যাহার নাম 'পূরিয়া-ধানশ্রী'।
৬.	জঙ্গোলো	সা ঋা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা গা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম বা ষড়জ	সম্পূর্ণ	সকাল	কম গাওয়া হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	মোটকী	ণা সা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা দা ণা ধা পা মা জ্ঞা ঋা সা	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	সম্পূর্ণ	সকাল	বাগেশ্রী ও টৌড়ির মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। দুই নিখাদ ও দুই ধৈবত লাগে। এ দেশে শোনা যায় না।
৮.	শুদ্ধ শাওন্ত	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা দা পা মা জ্ঞা সা	মধ্যম	ষড়জ বা পঞ্চম	ওড়ব	সকাল	মাদ্রাজ অঞ্চলে খুব প্রচলিত।
৯.	বসন্ত মুখারী	সা ঋা গা মা পা দা ণা সা	র্সা দা পা মা জ্ঞা ঋা ঋা সা	মধ্যম	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	ভৈরোঁ ও ভৈরবীর সংমিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। এই জন্য ইহার গান্ধার তীব্র ও অন্যান্য সুর ভৈরবীর ন্যায় কোমল।
১০.	আনন্দ ভৈরবী (অসমাপ্ত)							

ভৈরবী-ঠাট

প্রচলিত রীতি অনুসারে যাহার নাম এখন 'ভৈরবী-ঠাট', প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার নাম টৌড়ি, ঠাট বা মল। সর্বজন প্রিয় ও পরিচিত ভৈরবী রাগিণীর নামানুসারে ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে। ইহার সুর : ষড়জ, কোমল রেখাব, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, কোমল নিখাদ। ইহার অন্তর্গত রাগরাগিণীতে ভৈরবীর অঙ্গ প্রধান বলিয়া ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

আশাবরী ঠাট

(প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম 'নট ভৈরবী' ঠাট)

সুর : সা রা জ্ঞা সা পা দা না সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	আশাবরী	সা রা মা পা দা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	পঞ্চম হইতে গান্ধারের মীড় মধুর শোনায়। কেহ কেহ আরোহীতে কোমল রেখাব লাগান। ভৈরবী ঠাটের আশাবরী ভৈরবী ঠাটে দ্রষ্টব্য।
২.	জৌনপুরী	সা রা মা পা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	দৈবত বা নিখাদ	রেখাব বা গান্ধার	খাড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	আশাবরী, জৌনপুরী, গান্ধারী বা দেব-গান্ধার ও দেশীর আরোহী অবরোহী বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবার যোগ্য। নৈলে শুদ্ধ করিয়া গাওয়া অসম্ভব।
৩.	দেব-গান্ধার বা গান্ধারী	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়্জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	ধানশ্রী ও আশাবরীর মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। আরোহীতে ধানশ্রীর অঙ্গ স্পষ্ট। কিন্তু আশাবরীর অঙ্গ স্পষ্ট থাকা উচিত। কেহ কেহ আরোহণে তীব্র গান্ধার ও ধৈবত লাগান।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৪.	দেশী	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	কেহ কেহ দুই ধৈবত লাগান, কেহ শুধু তীব্র ধৈবত দেন। অবরোহণে কিন্তু অবরোহণে কোমল রেখাবও ব্যবহার করেন।
৫.	সিন্ধু ভৈরবী	সা রা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ বা মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	কেহ কেহ অবরোহণে কোমল রেখাবও ব্যবহার করেন।
৬.	আভিরী	ণা সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	প্রাচীন গ্রন্থের রাগিণী।
৭.	দরবারী	ণা সা--জ্ঞা রা--মা পা--দা ণা র্সা	র্সা দা ণা পা--মা পা--জ্ঞা--মা--রা সা	গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ খাড়ব	অর্দ্ধরাত্রি	গান্ধার আন্দোলিত হয়। কেহ কেহ আরোহীতে গান্ধার বর্জন করেন। নিখাদ ও পঞ্চমের মীড় মধুর শোনায়। তানসেন ইহার স্রষ্টা। কেহ কেহ বলেন মেঘ ও মালকোষে ইহার সৃষ্টি।
৮.	আড়ানা	সা রা মা পা দা ণা র্সা	র্সা দা ণা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব	অর্ধরাত্রি	পঞ্চম গান্ধারের মাখামাখি ইহার বিশেষত্ব। ইহা উত্তরাঙ্গের রাগিণী। তারা স্থানে ইহা গাহিতে হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৯.	কৌশী	ণা সা--জ্ঞা মা--পা মা--দা ণা র্সা	র্সা ণা দা মা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধরাত্রি	মালকোষ ও ধানশ্রীর সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।
১০.	খট বা ষট্	ণা সা জ্ঞা মা পা--দা র্সা	র্সা ণা দা পা--ধা মা--পা মা--গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর (দিবা)	দুই রেখাব, দুই গান্ধার, দুই ধৈবত ও দুই নিখাদ লাগে। ইহা ছয় রাগিণীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম খট বা ষট্। ইহার আরোহী অবরোহী অত্যন্ত দুরূহ।

* 'মনোরঞ্জনী' শব্দটি লেখা আছে প্রথমে—কোন ব্যাখ্যা নেই।

আশাবরী ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে যাহা 'নট ভৈরবী' মেল নামে খ্যাত, তাহাকেই আজকাল আশাবরী ঠাট বাধা হইয়া থাকে। ইহার সুর :—ষড়জ, তীব্র রেখাব, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, কোমল নিখাদ। লোককান্ত আশাবরী রাগিণীর নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম 'ভৈরবী মেল' এইজন লিখিত আছে যে পূর্বে ভৈরবীর রেখাব তীব্র ছিল, এখন চলতি রীতি অনুসারে ভৈরবীর রেখার কোমল। তাই ইহার বর্তমান নাম আশাবরী-ঠাট রাখা হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত রাগরাগিণীতে আশাবরী অঙ্গ প্রধান।

টোড়ী ঠাট (বা নটবরালী মেল)

সুর : সা ঋা জ্ঞা ক্ষ্মা পা দা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	টোড়ী	সা ঋা জ্ঞা ক্ষ্মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা ক্ষ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	কেহ কেহ গান্ধারবাদী ও ধৈবত সম্বাদী বলেন।
২.	বাহাদুরী টোড়ী	দা পা দা না সা--ঋা	র্সা না দা--ক্ষ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	সম্পূর্ণ খাড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	মন্দ্রস্থান বা উদারা গ্রামে ইহা মধুর শোনায়। অবরোহণে পঞ্চম বর্জিত।
৩.	মুলতানী	না সা জ্ঞা ক্ষ্মা পা না র্সা	র্সা না দা পা ক্ষ্মা জ্ঞা ঋা সা	পঞ্চম	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিবা তৃতীয় প্রহর	কেহ কেহ বলেন, ষড়জ সম্বাদী সুর।
৪.	গুর্জরী	সা ঋা জ্ঞা ক্ষ্মা দা না র্সা	র্সা না দা ক্ষ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার বা রেখাব	খাড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	
৫.	মিয়া-কি-টোড়ী	সা ঋা সা--দা না সা--ঋা জ্ঞা ক্ষ্মা দা--না র্সা	র্সা না দা পা--ক্ষ্ম জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	খাড়ব সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	আরোহীতে পঞ্চম নাই। অবরোহণে পঞ্চম লাগিলেও কম লাগে।
৬.	দরবারী টোড়ী	মা পা দা ণা সা--ঋা সা--জ্ঞা--ক্ষ্মা পা--দা না র্সা	র্সা না দা পা--ক্ষ্মা জ্ঞা দা পা--জ্ঞা মা জ্ঞা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	দরবারী ও টাড়ির মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। মন্দ্রস্থানে দরবারী কানাড়ার মত। মধ্যস্থানে নিখাদ ও মধ্যম তীব্র। শুদ্ধ মধ্যমও লাগে অবরোহণে বক্রভাবে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	বিলাসখানী টোড়ী	সা রা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--মা জ্ঞা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	আশাবরী ও টোড়ির মিশ্রণ। দুই রেখাব লাগে। মধ্যম শুদ্ধ। আরোহীতে গান্ধার নাই। শুধু নিখাদ তীব্র--ইহাতেই টোড়ির রূপ ফোটে।
৮.	ছায়াটোড়ী	সা ঋা জ্ঞা--হ্মা দা র্সা	র্সা দা হ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	পঞ্চম ও নিখাদ বর্জিত। মন্দ্রস্থানে বা উদারা গ্রামে ইহা মধুর শোনায়।

টোড়ি ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার নাম 'নট বরালী' মেল। বিখ্যাত 'টোড়ি' রাগিণীর নামানুসারে ইহার বর্তমান নামকরণ হইয়াছে। ইহার সুর :—ষড়জ, কোমল রেখাব, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, তীব্র নিখাদ। আজকাল বহুপ্রকার টোড়ির প্রচলন দেখা যায়—ইহার অধিকাংশই মুসলমান গুণিগণ মুসলমান রাজত্বকালে সৃজন করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে শুধু একটি টোড়ি পাওয়া যায়। বর্তমানে টোড়ি অষ্টাদশ প্রকার শোনা যায়। ইহারাও অধিক থাকিতে পারে, আমার তাহা জানা নাই বা শুনি নাই। অষ্টাদশ টোড়ির নাম :—

১। জৌনপুরী টোড়ি ২। গান্ধারী টোড়ি বা দেব–গান্ধার ৩। দেশী টোড়ি ৪। আশা টোড়ি (এই চারিটি টোড়ি আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত) ৫। বাহাদুরী টোড়ি ৬। গুর্জরী টোড়ি ৭। বিলাসখানী টোড়ি ৮। ছায়া টোড়ি ৯। দরবারী টোড়ি ১০। মিয়া–কি টোড়ি ১১। হোসেনী টোড়ি ১২। লছমী টোড়ি ১৩। লাচারী টোড়ি ১৪। খট টোড়ি ১৫। সুঘরাই টোড়ি ১৬। সুহা টোড়ি ১৭ মন্দ্রিক টোড়ি ১৮। মাল টোড়ি (এই চতুর্দশ টোড়ি টোড়ি ঠাটের অন্তর্গত। কাহারও মতে খট–টোড়ি আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত)। মিশ্র রাগরাগিণী লইয়া মতভেদের অন্ত নাই।

১. 'টোড়ি' বানান কবি 'টোড়ী' এবং 'টোড়ি' দু রকমই লিখেছেন।

পূরবী ঠাট

সুর : সা ঋা গা হ্মা পা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	পূরবী	সা ঋা গা হ্মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা মা গা ঋা সা	পঞ্চম বা গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	দুই মধ্যম লাগে। শুদ্ধ মধ্যম কম লাগে।
২.	শ্রী	সা ঋ হ্মা পা--না র্সা	র্সা না দা পা--হ্মা গা ঋা--সা	রেখাব	পঞ্চম	ঔড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত।
৩.	হংস নারায়ণ	সা ঋা গা হ্মা পা র্সা	র্সা না পা মা গা হ্মা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থের রাগ।
৪.	মালবী	সা ঋা গা হ্মা পা--হ্মা দা র্সা	র্সা ণা পা হ্মা গা ঋা সা	রেখাব	পঞ্চম	খাড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে নিখাদ বর্জিত। অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত।
৫.	ত্রিবেণী	সা ঋা গা পা দা--না র্সা	র্সা না দা পা গা ঋা সা	রেখাব	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	এই রাগিণীতে মধ্যম বিবাদী। শ্রীরাগ-অঙ্গ করিয়া গাওয়া উচিত।
৬.	টঙ্করা	সা ঋা গা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	অনেকাংশে ত্রিবেণীর মত। বাদী সুরের তফাৎ ছাড়াও টঙ্করার অবরোহণে মধ্যম লাগে। ত্রিবেণী মধ্যম বর্জিত।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	গৌরী	সা ঋা হ্মা পা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা ঋা সা	রেখাব বা পঞ্চম	পঞ্চম বা রেখাব	ওড়ব খাড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহীতে গান্ধার বর্জিত। কেহ কেহ আরোহী অবরোহীতে দুই-এই গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত করিয়া গান। শ্রীরাগের অঙ্গ প্রবল না হয় এমন করিয়া গাহিতে হয়।
৮.	দীপক	সা গা হ্মা পা দা না র্সা	র্সা দা পা--হ্মা গা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব		ইহার আরোহীতে রেখাব বর্জিত এবং আরোহীতে নিখাদ বর্জিত। অনেকের বিশ্বাস, দীপক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। দীপক গাহিলে আগুন জ্বলে, ইহা এক প্রকার ঠিক, কেননা ইহার গাহিবার সময় তখন--যখন দীপ জ্বালানোর সময় হয়। কেহ কেহ ইহা কল্যাণ ঠাটে এবং কেহ বা ভৈরোঁ ঠাটে গান। কিন্তু দীপক নামেই প্রকাশ। ইহা পূরবী ঠাটের।
৯.	রেবা	সা ঋা সা পা দা র্সা	র্সা দা পা গা ঋা সা	গান্ধার বা ষড়জ	ধৈবত	ওড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত। ভূপালীর মত--তবে ইহার রেখাব ও ধৈবত কোমল। ভূপালীর রেখাব ধৈবত তীব্র।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১০.	জয়তশ্রী	সা ঋা সা--গা ঙ্কা পা--না র্সা	র্সা না দা পা ঙ্কা গা ঋা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে ধৈবত বর্জিত। রেখাবও প্রায় বর্জিত।
১১.	পূরিয়া ধানশ্রী	সা ঋা গা ঙ্কা পা--দা না র্সা	র্সা না দা পা ঙ্কা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	
১২.	পরজ	সা ঋা গা ঙ্কা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা ঙ্কা গা মা গা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর (বসন্ত ঋতু)	উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগিণী। চঞ্চল প্রকৃতি। নিখাদ বাদী সম্বাদী না হইলেও খুব বেশি লাগে। ইহা দ্রুত লয়ে গাওয়া উচিত। কড়ি মধ্যমও একটু বেশি লাগে।
১৩.	বসন্ত	সা ঋা গা ঙ্কা দা না র্সা	র্সা না দা পা ঙ্কা গা ঋা সা	ষড়জ (তরা স্থানের)	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর (বসন্ত ঋতু)	আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত। মধ্যম ও গান্ধার বার বার লাগানো হয়। পূর্বাঙ্গে শুদ্ধ মধ্যমের সঙ্গে কড়ি মধ্যমের কৃণ দিয়া একটু ললিতাকে করিয়া আজকাল গাহিবার রীতি। ইহাতে ইহা পরজ হইতে বিভিন্ন হয়। ষড়জ হইতে শুদ্ধ মধ্যম পর্যন্ত মীড় মধুর শোনায়।
১৪.	ধবলশ্রী পূরবী পূর্বকল্যাণ							

পূরবী ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নাম 'রাম-ক্রিয়া' মেল। কর্ণাটক সঙ্গীতে ইহার নাম 'কাম বর্দ্ধিনী' মেল। অতি পরিচিত পূরবী রাগিণীর নামানুসারে ইহার বর্তমান নাম 'পূরবী ঠাঠ'। ইহার সুর :— ষড়জ, কোমল রেখাব, তীব্র গান্ধার, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, তীব্র নিখাদ। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পূরবী ও ভৈরোঁ ঠাটে শুধু মধ্যমের তফাৎ। অর্থাৎ ভৈরোঁ ঠাটে শুদ্ধ মধ্যমের স্থানে তীব্র মধ্যম লাগাইলেই 'পূরবী' ঠাট হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুরবী ঠাটের রাগরাগিণী দুই অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়। প্রথম—পূরবী অঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রী-অঙ্গ। যে সব রাগরাগিণী পূরবী-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়, তাহাতে সর্বদা নিখাদ ও গান্ধারের সঙ্গত থাকে। যাহা শ্রী-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়, তাহাতে পঞ্চম ও রেখাব-এর সঙ্গত থাকে।

✤ পাণ্ডুলিপিতে পূরবী ঠাট আলোচনার প্রথমে 'কুমারী' শব্দটি লেখা আছে—কোন ব্যাখ্যা নেই।

মারওয়া ঠাট (বা গমনশ্রম মেল)

সুর : সা ঋা গা ক্ষা পা ধা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	মারওয়া	না ঋা গা ক্ষা ধা--না ধা র্সা	র্সা না ধা ক্ষা গা ঋা সা	গান্ধার	ধৈবত	খাড়ব	সন্ধ্যা	আরোহীতে রেখাব ও অবরোহীর নিখাদ বক্র। পঞ্চম বর্জিত।
২.	পূরিয়া	সা না ধা না--ঋা গা--ক্ষা ধা--না ধা-র্সা	র্সা--না ধা না--ক্ষা গা ঋা সা	গান্ধার	নিখাদ	খাড়ব	সন্ধ্যা	রেখাব ও নিখাদের সঙ্গত থাকে। পঞ্চম বর্জিত।
৩.	বরারী	সা ঋা গা ক্ষা পা--ক্ষা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--ক্ষা গা ঋা সা	গান্ধার	ধৈবত	বক্র সম্পূর্ণ	সন্ধ্যা	নিখাদ দুর্বল। পঞ্চম ও গান্ধারের সঙ্গত থাকা উচিত।
৪.	ললিত	সা ঋা সা--গা মা--ক্ষা গা--ক্ষা ধা র্সা	র্সা না ধা--ধা ক্ষা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব	অর্ধরাত্রের পর	পঞ্চম বর্জিত। দুই মধ্যম লাগে। বহু অঞ্চলে কোমল ধৈবত দিয়া গাওয়া হয়।
৫.	জয়ত	সা ঋা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব	সন্ধ্যা	উত্তরাঙ্গ দুর্বল। কল্যাণ ঠাটের জয়তই বেশি গাওয়া হয়।
৬.	ভাটিয়ার	সা ঋা সা গা ক্ষা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--মা--গা ক্ষা গা--ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর	উত্তরাঙ্গ প্রবল। আরোহীতে কড়ি মধ্যম। অবরোহীতে দুই মধ্যম। শুদ্ধ মধ্যম স্পষ্ট করিয়া লাগাইতে পারা যায়। তাহাতে রাগিণীর বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য বাড়ে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	ভিখার (বক্কার)	সা ঋা সা গা মা গা ঋ্মা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--ঋ্মা গা-- পা গা--ঋ্মা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর	ইহাও উত্তরাঙ্গ-প্রবল রাগিণী। তবে ভাটিয়ারের মত শুদ্ধ মধ্যম বেশি করিয়া লাগানো যায় না।
৮.	পঞ্চম	সা গা মা--পা মা গা-- ঋ্মা দা র্সা	র্সা না ধা পা মা--গা পা গা--ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর	শুদ্ধ মধ্যমের জন্য ললিতের মত শোনায়।
৯.	সোহিনী	সা গা ঋ্মা ধা না র্সা	র্সা না ধা ঋ্মা ধা--গা-- ঋ্মা গা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	ওড়ব খাড়ব	রাত্রি শেষ প্রহর	পঞ্চম বর্জিত। আরোহীতে রেখাব বর্জিত। উত্তরাঙ্গ প্রবল রাগিণী।
১০.	বিভাস	সা ঋা সা--গা পা ধা পা--ধা র্সা	র্সা না ধা পা--ঋ্মা গা-- পা গা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	ইহাও উত্তরাঙ্গ-প্রবল রাগিণী। অন্যরূপ বিভাস ভৈঁরো-ঠাট দ্রষ্টব্য।
১১.	মালিগোরা	সা ঋা সা--না ধা পা-- ধা সা--ঋা গা ঋ্মা পা-- ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা ঋ্মা গা ঋা সা	রেখাব	পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সন্ধ্যা	শ্রীরাগ ও পূরিয়ার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। মন্দ্র ও মধ্যস্থানের রাগিণী।
১২	সাজগিরি	না ঋা গা ঋা সা না ধ-- না ঋা গা মা--গা ঋ্মা পা ধা না র্সা	র্সা না দা পা ধা ঋ্মা গা ঋা সা	গান্ধার	নিখাদ	বক্র সম্পূর্ণ	সন্ধ্যা	দুই ধৈবত, দুই নিখাদ ও দুই মধ্যম লাগে। পূরবী ও পূরিয়ার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।
১৩.	পূরিয়া কল্যাণ	সা ঋা গা ঋ্মা পা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা ঋ্মা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	দিবা তৃতীয় প্রহর	পূরিয়া ও কল্যাণের মিশ্র রূপ।

মারওয়া ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নাম 'গমন শ্রম' মেল। 'গমন শ্রম' কি 'গাওন-শ্রম'-এর অপভ্রংশ? এ ঠাটের রাগরাগিণী গাওয়া বা আয়ত্তাধীন করা যেরূপ শ্রমসাধ্য ব্যাপার—তাহাতে এ নামের সার্থকতা কতকটা উপলব্ধি হয় বটে। পূরবী ঠাটের সঙ্গে ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, ইহার ধৈবত তীব্র ও পূরবীর ধৈবত কোমল। ইহাতে এই সুর লাগে :—ষড়জ, কোমল, রেখাব, তীব্র গান্ধার, তীব্র বা কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র ধৈবত, তীব্র নিখাদ। ইহার রাগ রাগিণীতে 'মারওয়া' রাগিণীর অঙ্গ প্রধান বলিয়া আজকাল ইহাকে 'মারওয়া ঠাট' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বর্তমান 'মারওয়া' ঠাটে পণ্ডিতগণ যে বারটি রাগিণীর (পুরিয়া কল্যাণ বাদ দিয়া) নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ছয়টি রাগিণী সন্ধ্যার ও ছয়টি সকালের। পুরিয়া, মারওয়া, জয়ত, গৌরী, সাজগিরি ও বারারী সন্ধ্যার রাগিণী এবং ললিত, পঞ্চম, ভাটিয়ার, বিভাস, ভক্কার ও সোহিনী দিনের বা শেষ প্রহর রাত্রির রাগিণী। সঙ্গীত-শাস্ত্রে দিন বলিতে রাত্রি বারটার পর হইতে দিন বারটা পর্যন্ত বুঝায় এবং রাত্রি বলিতে দিন বারটার পর রাত্রি বারটা পর্যন্ত বুঝায়।

উপরে সপ্র্যার যে ছয় রাগিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কতক গৌরী-অঙ্গ ও কতক পুরিয়া-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়। উল্লিখিত সকালের ছয়টি রাগিণীর মধ্যে কতক ললিত-অঙ্গ ও কতক সোহিনী-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়।

সন্ধ্যার রাগ রাগিণীতে পূর্বাঙ্গ প্রবল থাকে অর্থাৎ সা হইতে পঞ্চম পর্যন্ত (মুদারা গ্রামের) বেশি লাগে। সকালের রাগ-রাগিণীতে উত্তরাঙ্গ অর্থাৎ পঞ্চম হইতে তারা স্থানের সা পর্যন্ত প্রবল থাকে।

এইগুলি স্মরণ রাখিলে রাগ-রাগিণী বিশুদ্ধ করিয়া গাওয়ায় অনেকটা সাহায্য করিবে।

কাফি ঠাট হরপ্রিয়া মেল

সুর : সা রা জ্ঞা মা পা যা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	কাফি	সা রা গা মা পা ধা র্ণা র্সা	র্সা না ধা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	সকল সময়	কখনো কখনো তীব্র নিখাদ ও তীব্র গান্ধার লাগানো হয়।
২.	ধানী	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব খাড়ব	সকল সময়	সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থে ইহার নাম ওড়ব ধানশ্রী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে ইহার নাম খাড়ব ধানশ্রী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্যবহারে কিন্তু আরোহীতে দুই ধৈবত ব্যবহার দেখা যায়। পুরা নিখাদও ব্যবহৃত হয়।
৩.	সিন্দুড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকল সময়	কেহ কেহ আরোহীতেও নিখাদ লাগান শোনা গিয়াছে।
৪.	ধানশ্রী	ণা সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	গান্ধার ও পঞ্চমের সঙ্গত থাকা অতীব প্রয়োজনীয়।
৫.	ভীমপলাশী	ণা সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	ধানশ্রী বাঁচাইয়া ইহা গাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ধানশ্রীর বাদী পঞ্চম, ইহার বাদী মধ্যম।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৬.	হংস-কিঙ্কিণী	ণা সা গা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	পিলু ও ধানশ্রী মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়।
৭	পঠমঞ্জরী	সা রা মা পা না র্সা (অথবা কোমল নি)	র্সা না (অথবা ণা) ধা পা রা মা পা রা মা বা জ্ঞা সা রা না সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	মন্তব্যের ঘরে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া আছে কিন্তু কোন মন্তব্য নেই।
৮.	প্রদীপ কী	না সা গা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	আড়া ও বাগেশ্রীর মিশ্রিত চালে বা ঢং-এ গাহিতে হয়।
৯.	বাহার	না সা গা মা পা মা ধা ণা ধা না সা	র্সা ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	মধ্যম	খাড়ব খাড়ব	বসন্তকাল	
১০.	নীলাম্বরী	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	সা ণা সা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর	
১১.	পিলু	না সা রা জ্ঞা মা পা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা রা সা ণা সা	গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর	
১২.	বাগেশ্রী	সা ণা ধা ণা সা মা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৩.	আড়ানা	সা রা মা পা ধা ণা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৪.	সাহানা	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৫.	হোসেনী কানাড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	মধ্যম	সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৬.	নায়কী কানাড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব	অর্ধেক রাত্রি	
১৭	কৌশী কানাড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৮.	সুহা	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর	
১৯.	সুঘরাই	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর	
২০.	দেবশাখ	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর	
২১	মেঘ	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব	বর্ষা	
২২.	সুরদাসী	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা পা মা ণা ধা পা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	বর্ষা	
২৩.	মিয়া-কি-মল্লার	সা রা মা পা ণা ধা না র্সা	র্সা ণা পা জ্ঞা মা বা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব খাড়ব	বর্ষা	
২৪.	মধুমাধবী সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা পা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব	দ্বিপ্রহর	

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
২৫.	শুদ্ধ সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ধা ণা পা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৬.	বৃন্দাবনী সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৭.	মিয়া কা সারং	সা রা মা পা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা পা ঙ্কা পা মা রা সা ণা ধা না সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৮.	লঙ্কাধুন সারং	পা না সা রা জ্ঞা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ণা জ্ঞা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৯.	শ্রীরঞ্জনী	সা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	
৩০.	শাবন্ত সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা না ধা পা মা পা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
৩১.	বারোয়াঁ	সা রা মা পা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা পা ধা মা জ্ঞা রে জ্ঞা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি	
৩২	রামদাসী মল্লার	না সা রা গা মা পা জ্ঞা মা ণা পা না র্সা	র্সা ণা ধা ণা পা জ্ঞা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	বর্ষা	

❖ কাফি ঠাটের পরিচিতির শেষে কবি এই রাগ-রাগিণীর নামগুলি লিখে রেখেছেন, কোন মন্তব্য নেই : শিবরঞ্জনী, পঠ-দীপ, হংস-শ্রী, নাগ-ধ্বনি কানাড়া, রাজ-বিজয়, ভীম, পলাশী (ভীম-পলাশী?), মালগুঞ্জ।

❖ কাফি ঠাটের বিবরণের শুরুতে কবি স্বরলিপি সংক্রান্ত যে মন্তব্য লেখেন সেগুলি এই : জ্ঞা=কোমল গান্ধার, দ=কোমল ধৈবত, ঙ্কা=কড়ি মধ্যম, ণ=কোমল নিখাদ, ঋ=কোমল রেখাব। মাথায় রেফ (´) তারা গ্রামের চিহ্ন, নিচে হসন্ত (্) উহারা গ্রামের চিহ্ন, নিচে বা উপরে কোন চিহ্ন না থাকিলে মুদারা গ্রাম বুঝিতে হইবে।

কাফি ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে 'কাফি ঠাট' 'হরপ্রিয়া' মেল নামে খ্যাত। এই ঠাটে সাধারণতঃ ষড়জ, তীব্র রেখাব, কোমল গান্ধার (দুই এক স্থলে তীব্র গান্ধার), শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র ধৈবত, কোমল নিখাদ (দুই এক জায়গায় তীব্র নিখাদ) ব্যবহৃত হয়। তীব্র মধ্যম ও কোমল ধৈবত ক্বচিত ব্যবহৃত হয়, একরূপ হয় না বলিলেই চলে। কেবল মাত্র 'মিয়া কি সারং' রাগের অবরোহীতে তীব্র মধ্যম ও 'ধানী' রাগিণীর অবরোহীতে কেহ কেহ (তাহাও সম্প্রতি) কোমল ধৈবত দুর্বল করিয়া লাগান। আজকাল ইহাকে কাফি রাগিণীর নামানুসারে কাফি ঠাট বলে। এই ঠাটের বিশেষত্ব এই যে, ইহার সকল রাগরাগিণী দিবা দ্বিপ্রহর বা রাত্রি দ্বিপ্রহরে গীত হইয়া থাকে। গান্ধার ও নিখাদ কোমল হওয়ার জন্যই এই রাগিণী দ্বিপ্রহরে গাওয়া হয়। রাত্রিতে দরবারী কানাড়া প্রভৃতি রাগরাগিণী গাওয়ার পর (যে রাগ বা রাগিণীতে কোমল ধৈবত লাগে) এই ঠাটের অর্থাৎ তীব্র ধৈবত–যুক্ত রাগরাগিণী গাওয়া উচিত। ইহাই নিয়ম। এই রূপের দিবাভাগের সকাল বেলাতেও কোমল ধৈবতযুক্ত রাগরাগিণী (যেমন আশাবরী, জৌনপুরী টোড়ি প্রভৃতি) গাহিবার পর তীব্র ধৈবত যুক্ত এই মেলের রাগরাগিণী গাওয়া উচিত। কোনো কোনো গ্রন্থে এই ঠাটকে শ্রীরাগের ঠাট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা পূর্বকালে এই ঠাটেই শ্রীরাগ গীত হইত।

'কাফি' রাগিণী

'হরপ্রিয়া' মেলের ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহার আরোহী অবরোহী অত্যন্ত সরল। এই রাগিণীতে 'ন্যাস' সুর পঞ্চম অর্থাৎ পঞ্চমে আসিয়া ছাড়িতে হয়। শ্রোতারা এই 'ন্যাস' পঞ্চম সুরের জন্যই ইহাকে অনায়াসে চিনিয়া ফেলেন। আজকাল কাফি রাগিণীতে ছোট ছোট বা চুটকী গান গীত হইয়া থাকে। ইহার পঞ্চম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত : চৌতাল

গুণী গাওত কাফি রাগ কর হরপ্রিয়া ঠাট জানেতা কোমল গা নি
ওজাবাল পরা সুয়া পঞ্চম বাদী সাধ
সরল স্বরূপাদি কেশরওত মানত সব নেত অবিরুল আশেরী
সম চতর কহত।

আস্থায়ী

০	১	২	×	০	১
ণা পা	জ্ঞা –া	সা সা	জ্ঞা –া	মা পা	–া মা
গু ণী	গা ০	ও ত	কা ০	ফি রা	০ গ
র্সা রা	র্সা ণা	ধা পা	জ্ঞা –া	রা সা	রা সা
ক র	হ র	প্রি য়া	ঠা –০	ঠ জা	ন ত
সা সা	রা রা	জ্ঞা জ্ঞা	মা মা	পা পা	ধা ধা
কো ০	ম ল	গা নি	ও ০	জা বল্	ণ রা
ণা র্সা	ণর্সা র্রা	র্সা ণা	ধা –া	মা পা	–া পা
সু রা	পন্ আন্	চ ম	বা ০	দী সা	০ ধ

অন্তরা

মা মা	মা পা	ণা –া	র্সা না	র্সা –া	র্সা র্সা
স র	ল স্ব	রূ ০	পা দি	পা ০	কেশ্ রা ত্

ণা র্সা	র্রা র্জ্ঞা	র্রা র্সা	র্রা ণা	র্সা ণা	ধা ধা
মা ০	ন ত	স ব	নে ত	অ বি	ক ল
র্সা –া	ণা ধা	মা পা	জ্ঞা জ্ঞা	রা সা	রা সা
আ ০	শে রী	স ম	চ ত	র ক	হ ত

ধানী

'ধানী' কাফি ঠাটের ওড়ব রাগিণী। ইহা রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। গান্ধার ইহার বাদী সুর, নিখাদ সম্বাদী। 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থে ইহার নাম ওড়ব–ধানশ্রী বলিয়া লিখিত আছে। অন্য এক বিখ্যাত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহা খাড়ব–ধানশ্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ধানশ্রী হইতে পৃথক করিবার জন্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম ধানী রাখিয়াছেন। যাঁহারা খাড়ব–ধানশ্রী বলিয়া মানেন তাঁহারা তীব্র ধৈবত (কেহ কেহ দুই ধৈবত) লাগাইয়া থাকেন। যে সব রাগিণী লইয়া নানা তর্ক–বিতর্কের উদ্ভব হয় তাহা প্রচলিত রীতি অনুসারে অর্থাৎ 'রেওয়াজ' দেখিয়া গাওয়াই উচিত। এই রাগিণীতে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম সুর দুর্বল এবং রেখাব ও ধৈবত বিবাদীবা বর্জিত হওয়াতে ইহার স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল অর্থাৎ কোথাও স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় না। আরোহী :—সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা। অবরোহী : র্সা ণা পা মা জ্ঞা সা।

লক্ষণ গীত—তেতালা

আস্থায়ী : তুহে ধানী কহুঁ সম্‌ঝায়ে সখি উড়ো–সম্মত ধমাশী সখি।
অন্তরা : কর হরপ্রিয়া আহোবস কহে সুন্দর–(গান অংশ) রহেতো ধা গা মান সখি।
(– ই তু হে)

আস্থায়ী

০	১	×	৩
ণা সা জ্ঞা –া জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা সা জ্ঞা মা	পা ণা পা পা	জ্ঞা –া জ্ঞা মা
তু হে ধা ০ নী ক	হুঁ ০ স ম	ঝা ০ এ স	খি ০ উ ০
পা পা পা পা	পা পা জ্ঞা মা	পা ণা পা পা	মজ্ঞা –া ণা সা
ডো ০ স ন্	ম ত ধন আন	না ০ সি স	খি ০ তু হে

অন্তরা

মা মা মা মা	পা পা না না	র্সা র্সা র্সা র্সা	না র্সা র্সা র্সা
ক র হ র	প্রি য়া আ হো	ব ল ক হে	সু ০ ন্দ র
র্সা –া ণা ণা	পা পমা মজ্ঞা মা	পা ণা পা পা	জ্ঞা –া ণা সা
গান আন শ র	হে তা ধা গা	মা ০ ন স	খি ০ তু হে

সৈন্ধবী বা সিন্দুড়া

সৈন্দরী রাগিণীকে গীত-শিল্পীরা সাধারণত 'সিন্দুড়া' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা কাফিঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ বর্জিত হইয়া যাইবে। অবরোহীতে ইহা সম্পূর্ণ। এই রাগিণীতে ষড়জ ও পঞ্চম বাদীসম্বাদী কেহ কেহ রেহাব ও ধৈবতকে বাদী সম্বাদী মানিয়া থাকেন। বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুসারে এই রাগিণীর অবরোহণে নিখাদ বর্জিত করা হয় না। নিখাদ দুর্বল করিয়া অবরোহণে লাগাইলে দোষ হয় না। রাগিনী জাতিভ্রষ্টাও হয় না। ইহাই প্রধান গুণীজনের মত। সঙ্গীতাচার্য্য সোমনাথ পণ্ডিত এই রাগিণীতে গান্ধার ও নিখাদ বর্জন করিতে বলিয়াছেন। ... .এই রাগিণীকে অবরোহণে সম্পূর্ণ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গায়কগণ প্রায়শই সিন্দুড়া গাহিতে হইলেই ইহার সহিত কাফি মিলাইয়া দেন। আশাবরী রাগিণীরও আরোহণ গান্ধারও নিখাদ বর্জিত কিন্তু আশাবরীতে ধৈবত কোমল, সৈন্ধবীর ধৈবত তীব্র। ভৈরব রাগে গান্ধার ও নিখাদ বর্জিত হইলে গুণকেলি রাগিণীর উৎপত্তি হয়। তবে অস্থায়ী ও রেখাব ও ধৈবত কোমল—সিন্ধুড়ীর রেখাব ও ধৈবত তীব্র। বেলাওল ঠাটে গান্ধার নিখাদ বর্জন করিলে দুর্গা রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুর্গা মানেই সম্পূর্ণ নয় ... ঠাটে গান্ধার নিখাদ বর্জিত হইলে শুদ্ধ মল্লার রাগিণীর রূপ পাওয়া যায়। ইহা সহসা স্মরণযোগ্য। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রচলিত দক্ষিণী ঠাটের অবরোহীতে গান্ধার নিখাদ সহসা রাগ রাগিণী সৃষ্টির পক্ষে বলিষ্ঠভাবে বহু রাগ রাগিণীর উৎপত্তি হয়।

আরোহী : সা রা মা পা ধা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতলা

আস্থায়ী : বে ঠাসা বিশালবক্ষ চতুরবুজা এক দন্ত লখোদর হরপ্রিয়া

অন্তরা : সিন্ধুর বদনা মুষিক রাহনা ঋদ্ধ সিদ্ধ কে দায়ক গুণ-নায়ক
সা রে মা রে মা পা ধা মা পা ধা রে সা নি ধা পা ধা॥

আস্থায়ী

								৩				০			
মা	মা	পা	ধা	র্সা	ধা	ধা	ধা	সা	ণা	ধা	পা	মা	জ্ঞা	–া	রা
বে	ধা	না	বে	না	০	শ	না	০	চ	ত	র	ভু	কা	০	এ
–া	মা	জ্ঞা	–া	জ্ঞা	রা	–া	সা	–া	রা	সা	র্সা	না	ধা	পা	ধা
০	ক	দন্	০	ত	লম	০	বো	০	দ	র	হ	র	০	প্রি	য়া

অন্তরা

মা	–া	পা	ধা	র্সা	ধা	র্সা	–া	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্রা	র্রা	র্সা	র্রা
শিব্	০	দু	র	ব	দ	না	০	মূ	০	ষি	ক	বা	হ	না	ঋ

+		৩		০	
র্সা ধণা পা জ্ঞা	–া জ্ঞা –া রা	জ্ঞা –া রা সা		রা –া সা	সা
দ্দ মি দ্ধ কে	০ পা ০ য়	ক ০ ও ণ		না ০ য়	০
সা রা মা রা	মা পা ধা মা	পা ধা র্রা র্সা		ণা ধা পা ধা	
সা রে সা রে	মা পা ধা মা	সা ধা রে সা		নি ধা পা ধা	

ধানশ্রী

ধানশ্রী কাফি ঠাটের ভড়ব–সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহার আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বিবাদী। অবরোহীতে ইহা সম্পূর্ণ। পঞ্চম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। দিবাভাগের তৃতীয় প্রহরে এই রাগিণী গাহিবার সময়। ইহার গ্রহ সুর নিখাদ ও ন্যাস–সুর পঞ্চম। এই রাগিণী অবরোহণে পঞ্চম ও গান্ধারের সঙ্গত বা আত্মীয়তা অতিশয় শ্রুতি–সুখকর। মধ্যম সুর জায় বা বাদী করিলে এই সুরই ভীমপলশ্রী হইয়া যাইবে। ভীমপলশ্রীর আরোহীতেও রেখাব ও ধৈবত বর্জিত হইয়া যাবে। কিন্তু মধ্যম বাদী, ধানশ্রীর ... পঞ্চম বাদী নহে।

তৃতীয় প্রহরের রাগিণীতে প্রায়ই রেখাব দুর্বল হইয়া থাকে। সুরস্রষ্টারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই বলিলেই হয়। যে রাগ–রাগিণীতে রেখাব ও ধৈবত দুর্বল হয় সেই রাগ রাগিণীতে গুণীগন 'সা মা পা' র আলাপ অত্যন্ত বেশীভাবে করিয়া থাকেন। ধানশ্রী ও ভীমপলশ্রীতে এই নিয়মে বাড়বের কাজ অত্যন্ত মিষ্ট শুনায়। আহোবল পণ্ডিত বলেন বাকি ঠাটের আরোহণে রেখাব ধৈবত বর্জন করিলে ধানশ্রী হয়। সারামৃত গ্রন্থে ধানশ্রী কাফিঠাটে রেখাব, ধৈবত অবরোহণে বর্জন করিয়া ওড়ব জাতীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা গাহিবার সময় সকাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কোনো কোনো পণ্ডিত ধানশ্রীকে পূরবী ঠাটের অবরোহীতে রেখাব ধৈবত বর্জিত করিয়া লিখিয়াছেন— ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়। সোমনাথ পণ্ডিত বলেন, এই রাগিণীতে যখন রেখাব ধৈবত বর্জিত হয় এবং ষড়জবাদী ও পঞ্চম সুর গমকে গীত হইয়া থাকে তখন ইহাকে ধবলশ্রী বলা হয়। অবশ্য, আমাদের মতে ধানশ্রীতে ধৈবত ও রেখাব বিবাদী ত নয়ই। বরং সম্বাদী অসম্বাদী সুর এবং পঞ্চম বর্জিত মধ্যমবাদী। সঙ্গীত–সম্রাট – বাদল খাঁ সাহেব ও তঁহার বিখ্যাত শিষ্যগণ ধানশ্রীতে কোমল নিখাদ ব্যবহার না করিয়া তীব্র নিখাদ (আরোহণ ও অবরোহণ) ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক গুণীর মতে তখন ইহা 'পঠ–দীপ' হইয়া যায়।

বাঙলাদেশে প্রচলিত ধানশ্রী (বাদল খাঁ সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ অনুসারে) পশ্চিমে গাহিলেই 'পাঠ–দীপ' বলেন, আরে ইহা বহু শ্রেষ্ঠ খেয়ালীর নিকট শুনিয়াছে। খৈয়াজ খাঁ, খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ বন্দে হোসেন খাঁ শ্রীকৃষ্ণ ... ... খণ্ডে ... ... প্রভৃতিরও এই মত।

আরোহী : ণা সা জ্ঞা মা পা — ণা র্সা।

অবরোহী : র্স ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত—চৌতাল

আস্থায়ী : শাস্‌তর সম্মত বাগ গায়ে ওডো পূরণ বসায়ে হরপ্রিয়া সুর মেল সাধ রিধা বর্জত নেত্‌ দেখায়ে

অন্তরা : পঞ্চম বার বাদী করত ধনালীওনী বারমত ভীম পলাসী মুঁ চতর বাদীমধ্যম কহায়ে।

আস্থায়ী

×	০	১	০	১	২
ণা –া	পা পা	সা পা	জ্ঞা মা	জ্ঞা রা	–া সা
শা ০	স সু	ম ত	রা °	গ সা	০ য়ে
ণ্‌ –া	সা সা	জ্ঞা মা	পা পা	ণা ধা	া পা
ও ০	তে ০	পূ ০	র ন	র না	০ য়ে
পা পা	জ্ঞ মা	পা পা	র্সণা –া	র্সণা র্সা	–া র্সা
ব র	প্রি য়া	সু র	মে ০	ল সা	০ ধা
র্সা ণা	ধা পা	ম্জ্ঞা পা	জ্ঞা মা	জ্ঞা রা	–া সা
রি ধা	ব র	জ্ঞ ত	নে ত	দে খা	০ য়ে

অন্তরা

পা –া	পা পা	জ্ঞা মা	পা ণা	ণা র্সা	র্সা র্সা
পা ০	চ ম	য ব	বা	দী ক	র ত
ণা –া	র্সা ণ্য	র্জ্ঞর্রা র্সা	র্রা র্সা	ণা ধা	পা পা
ধা ০	ন্ন ০	স্পী ০	গু ণী	বা র	ণ ত
মা পা	ণা র্সা	র্মর্জ্ঞা –া	র্মা র্পা	র্মা র্জ্ঞা	র্রা র্সা
ভী ০	ম প	লা ০	ণী ০	মু চ	ত র
র্সা –া	ণ্ধা পা	জ্ঞা –া	পা সা	মা জ্ঞা	রা সা
বা ০	দী ০	ম	ধ্য ম	ক হা	০ য়ে

ভীমপলশ্রী

ভীমপলাশী কাফি ঠাটের ভড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত হইয়া থাকে। মধ্যম সুর বাদী। গ্রহ ও ন্যাসের সুরও ইহাই। গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। মধ্যম সুর বাদী হওয়ায় ইহা ধানশ্রী হইতে পৃথক, এবং অবরোহণে ইহা

সম্পূর্ণ বলিয়া ধানীও হইতেই স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া থাকে। আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ থাকায় সৈন্ধবী হইতেও ইহা স্বতন্ত্র। এক মতে ইহাও লিখিত আছে যে, ভীমপলশ্রীর ধৈবত ও রেখাব কোমল, আবার অন্যমতে ইহাতে রেখাব বিবাদী করিলে অর্থাৎ একেবারে বর্জিত করিলে ইহা ধানশ্রী হইতে একেবারে পৃথক হইয়া যাইবে। তবে এ মত প্রচলিত নয় অন্ততঃ উত্তর ভারতীয়-সঙ্গীতে।

আরোহী : ণা সা জ্ঞা মা—পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতালা

আস্থায়ী : মানত সব ভীমপলাশী ওডো সম্পূরণ ছাস্তরী দহানাকো আধি রু হেয়।

অন্তরা : সুর বাদী করে মধ্যম কো চতর গুণী সব ধানশ্রী কো বচায়ে।

আস্থায়ী

	০	১	×	৩
মা ধমা	মা জ্ঞা রা সা	রা ণা ণা ণা	সা –া –া মা	মা –া –া জ্ঞা
মা ০	ন ত স র	ভী ০ ম প	লা ০ ০ শী	০ ০ ০ ০
	ণা সা জ্ঞা মা	পা পা –া পা	–া মা –া পা	মা র্সা–া ণা
	ও ০ ০ ০	ভ ব ০ সম্	০ পু ০ র	ণ ছাব ০ ত
	র্সা র্রা র্সা ণা	–া ধা –া পা	–া মা –া সা	–া জ্ঞা
	মি ধা না কো	০ আ ০ ধি	০ রো ০ হেয়	০ ০

অন্তরা

×	৩	০	১
		র্স	
র্সা র্সা ণা ণা	–া ণা ণা ণা	ণা –া র্সা –া	ণা ধা পা –া
সু র ০ বা	০ দী ০ ক	রে ০ ম ০	ধ ম কো ০
পা মা জ্ঞা সা	পা ণা র্সা র্সা	–া র্রা –া র্সা	ণা পধা –পা
পা			
চ ত র গু	ণী ০ স ব	০ ধ না ০	সে রি ০ কো

–া ধপপা পা মা–া জ্ঞা
০ বা ০ চা ০ য়ে

হংস—কিঙ্কিণী

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। আরোহীতে রেখাব ধৈবত বর্জিত হইয়া থাকে। অবরোহী সম্পূর্ণ। ধানশ্রী সঙ্গে এই রাগিণী গীত হইলে অত্যন্ত মধুর শোনায়। এই রাগিণীতে দুই গান্ধার যে ভাবে লাগানো হয়, তাহাতে ইহার মনোহারিত্ব শতগুণে বাড়িয়া যায়। আরোহীর গান্ধার তীব্র, অবরোহণে কোমল। নিখাদও আরোহীতে তীব্র, অবরোহণে কোমল। পঞ্চম বাদী সুর। এই রাগিণীতেও ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম সুরকে লইয়া 'বাড়তের' কাজ করা হয়। কর্ণাট ও কাফি এই দুই ঠাট মিলিয়া এই রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই মধুর রাগিণী কেন যে জনপ্রিয় হয় নাই, বলা দুষ্কর। সত্যকার গীত-শিল্পী ও সুর-অভিজ্ঞের কাছে খুব পীড়াপীড়ি করিলে এই রাগিণী শোনা যায়।

আরোহী : ণা সা গা মা—পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : ধানা হন্‌স্‌-কঙ্কনী আত আত চেতর রাগিণী।

অন্তরা : কর্ণাট সুর শুক্ল শুদ্ধ মেল শুন মেলায়ে পঞ্চম করত বাদী চতর গুণ সাধনী।

আস্থায়ী

×	৩	০	১
		ব	
গা গা	মা –া পা	জ্ঞা –া	রা সা –া
ধা না	হ ন্‌ স	ক্যঙ্‌ ০	ক ণী ০
না না	সা গা মা	প –া	পা মা গা
আ ত	চে ০ তর	রা ০	গি ণী ০

অন্তরা

মা পা	না –া না	র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা
ক র	না ০ ট	সু র	সু ক ল
মা পা	না র্সা জ্ঞা	র্রা র্সা	ণা ধা পা
শু ধ	মে ০ ল	শুন্‌ মে	লা ০ য়ে
পা ণা	ধা পা মা	গা গা	মা –া মা
পন্‌ ০	চ ম ক	র ত	বা ০ দী
সা সা	গা গা মা	পা মা	পা মা গা
চ ত	র গু ণ	সা ০	ধ নী ০

পঠ-মঞ্জরী

পঠ-মঞ্জরী কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। তবে, আরোহণে ধৈবত গান্ধার লাগিলেও অত্যন্ত দুর্বল অর্থাৎ ঈষৎ ছোঁওয়া মাত্র লাগিয়া থাকে। এই রাগিণী অত্যন্ত মধুর হইলেও ইহা এক প্রকার অপ্রচলিত রাগিণী। ইহার নামের মতই এই রাগিণী সুখ-শ্রাব্য। পঠ-মঞ্জরী মানে প্রথম মঞ্জরী। প্রথম মঞ্জরীর মতই ইহার রূপ গুণ ও আকর্ষণী শক্তি। বাংলাদেশে একমাত্র কীর্তনে পঠ-মঞ্জরী শোনা যায়। তবে, উচ্চাঙ্গের কীর্তনেই (গরাণহাটী ও মনোহর সাঁই-এ) ইহার সমধিক প্রচলন দেখা যায়। রেনেটী ঢং-এর কীর্তনে ইহার মিশ্রণ আভাস মাত্র শুনিয়াছি। গান্ধার ধৈবত দুর্বল হওয়ার আরোহণে ইহা কিঞ্চিৎ সারং-এর আভাস আনে। কিন্তু সারং-রাগে গান্ধার ধৈবত একেবারেই বিবাদী। ষড়জ বাদী ও পঞ্চম ইহার সম্বাদী সুর। সারং-এর পর এই রাগিণী কেবল শুদ্ধ সুর দিয়া গীত হইয়া থাকে। কিন্তু অবিকৃত সুর দিয়া যে পঠ-মঞ্জরী গাওয়া হয়—তাহা বেলাবল ঠাটের এবং তাহার প্রকৃতিও কাফি ঠাটের পঠ-মঞ্জরী হইতে অনেকটা ভিন্ন। কাফি ঠাটের পঠ-মঞ্জরী গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। এই রাগিণীর ষড়জ হইতে পঞ্চম পর্যন্ত বিন্যাসের কাজ অনেকটা দেশী টোড়ীর মত এবং পঞ্চম হইতে তারা গ্রামের গান্ধার পর্যন্ত প্রায় পঠ-দীপের মত। এইটুকু স্মরণ রাখিলে এই রাগিণী বিশুদ্ধ ভাবে গাওয়া যাইতে পারে। তবে কোমল নিখাদও ইহাতে লাগে-পঠ-দীপে কোমল নিখাদ লাগে না। কোমলে নিখাদ লাগাইবার ঢং ধানশ্রীর মত। দেশী হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, দেশীতে কোমল ধৈবত বা কাহারও মতে দুই ধৈবত লাগে কিন্তু পঠ-মঞ্জরীতে কেবল তীব্র ধৈবত লাগে এবং এ ধৈবতও দুর্বল। এই রাগিণীতে বাড়তের কাজের সময় ধৈবত খুব কম ব্যবহার করিয়া কতকটা সারং-এর আভাস আনিয়া দেশী হইতে বাঁচাইতে হয়। ইহাতে দুই নিখাদই ব্যবহৃত হয়।

আরোহী :—সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা না ধা পা মা ণা ধা পা রা মা পা রা মা রা জ্ঞা সা রা না সা।

লক্ষণ-গীত—তেতালা

আস্থায়ী : কর হরপ্রিয়াকে মেল মু সা মা সম্বাদী সুর করে

অন্তরা : আরোহণ ধা গা মান বরজ সুর রাগ জানতে পঠমঞ্জরী বিচারি লিয়ে॥

আস্থায়ী

০	১	×	৩
জ্ঞা –া সা না	মা পা না সা	জ্ঞা –া রা –া	না –া রা –া
ক ০ র ০	হ র প্রি য়া	কে ০ মে ০	ল ০ মু ০
সা সা রা মা	রা মা মা পা	না পা রা জ্ঞা	রা –া না সা
সা মা স ম	বা ০ দী ০	সু র ক ০	র ০ ল য়ে

অন্তরা

সা মা মা পা	ন্া না র্সা র্সা	না র্সা র্রা র্সা	ণা পা র্রজ্ঞর্রা নর্সা
আ রো হ ণ	ধা গা মা ০	ন ব র জ	স্ র রা ০

মসমা

র্সা র্রা ণা র্সা	না ধা পা মা	মা পা ণা পা	রা জ্ঞরা ন্া সা
গ জা ন ত	প ঠ ম ন	জ রী বি চা	রি ০ লি য়ে

বাংলা : আমি পথ-মঞ্জরী

প্রদীপ কি

প্রদীপ কি কাফি ঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী ; ইহারও আরোহণে রেখাব ধৈবত বর্জিত ও অবরোহণে সম্পূর্ণ জাতীয়। ষড়জ বাদী, পঞ্চম সম্বাদী। 'পঠ-মঞ্জরী' গাহিবার পর যখন এই রাগিণী গীত হয় তখন ইহা অত্যন্ত মধুর শোনায়। মন্দ্রস্থান ও মধ্যস্থানের সুরে ইহা গাহিলে ইহাকে ভীমপলশ্রী বলিয়া কতকটা সন্দেহ হয়, কিন্তু ভীমপলশ্রীর বাদী গ্রহ ও ন্যাস সুর মধ্যম, কিন্তু ইহার বাদী সুর ষড়জ। সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার আরোহীতে রেখাব বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেখাব বর্জিত নয়, অন্তত গীত হইতে শুনি নাই, তবে রেখাব দুর্বল। ধানশ্রীতে রেখাব যেমন পরিস্ফুট, ইহার রেখাব সেরূপভাবে লাগে না, একটু স্পর্শ করিয়াই অন্য সুরে চলিয়া যায়। ইহাতে দুই গান্ধার লাগে।

আরোহী : ণ্া সা মা গা—পা ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ-গীত—তেতালা

আস্থায়ী : প্রদীপ কি সুরত এয়সি বনি জব দোনো গান্ধার করত মনোরঞ্জন ধনাশী অঙ্গ সাজত ধানী।
অন্তরা : আরোহণ রে ধা বিন্ সব সম্মত রঞ্জনী রোহনী রে ধা কো ও সমজত মধ্যম বাদী শুনতে চমকত করত বচায়ে পলাশী গুণী পর॥

আস্থায়ী

০	১	+	৩
পা পা জ্ঞা -া রা সা	-া সা সা রা	ণ্া -া সা সা	সা -া সা সা
প র দী ০ প কী	০ সু র ত	এ য়্ সি ব	নি ০ জ ব

ণা সা গা মা	পা –া পা পা	ধা পা মা মা	মগা পা মা মা
দো ০ নো গান	ধা ০ র ক	র ত ম নো	র ন্ জ ন
র্সা –া র্সা –া	ধা –া পা পা	ধা পা মা গা	মগা মা পা পা
ধ না ০ ০	শী ০ অ ঙ্গ	স জ ত ধা	নি ০ প র

অন্তরা

পা –া পা –া	মা মা গা মা	পা পা ণা ণা	র্সা –া র্সা র্সা
আ ০ রো ০	হ ণ রে ধা	বি না স ব	স ন্ ম ত
র্সাণা –া ণা ণা	র্সা –া র্সা র্সা	র্সজ্ঞা জ্ঞা র্রা র্সা	ণা ধা পা পা
র ণ জ নী	রো ০ হ নী	রে ধা কো ০	স ম জ ত

প্রদীপকি

০	১	+	৩
ণা সা গা মা	পা –া পা –া	ধা পা মা মা	গা পা মা মা
ম ০ ধ্য ম	বা ০ দী ০	সু ০ নে ত	চ ম ক ত
র্সা র্সা র্সা র্সা	ধা –া পা পা	ধা পা মা গা	গা মা পা পা
ক র ত বা	চা ০ য়ে প	লা ০ শী ও	নী ০ প র

বাহার

বাহার কাফি ঠাটের খাড়ব জাতীয় রাগিণী। এ রাগিণী গ্রন্থোক্ত নয়, নব সৃষ্টি। ষড়জ বাদী ও মধ্যম সম্বাদী। ইহা বসন্ত ঋতুর রাগিণী। ধৈবত ও মধ্যমের সঙ্গত ইহার বিশেষত্ব। আরোহীতে রেখাব ও অবরোহণে ধৈবত বর্জ্জিত করিয়া গাহিতে হয়। আরোহীর যেখানে মধ্যম ও ধৈবতের সঙ্গত হয় সেখানে খানিকটা বাগেশ্রীর মত শোনায়। তেমনি অবরোহণে যখন ধৈবত বর্জ্জিত করা হয়, তখন অনেকটা আড়ানার মত শোনায়। কিন্তু আড়ানায় ধৈবত কোমল (আশাবরী ঠাটের)। বাহারের ধৈবত তীব্র। বহু রাগরাগিণীতে বাহার জুড়িয়া দেওয়া হয়। এর 'মেজাজ' বা স্বভাব চঞ্চল, এই জন্য এ রাগিণী মধ্যম বা দ্রুত লয়ে গাওয়া উচিত। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে দুই ধৈবত দিয়া এই রাগিণী গাওয়া হয়। যেমন : র্রা র্সা দা ণা পা ধা পা ধা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা।

আরোহী : ণা সা জ্ঞা মা পা—ধা ণা ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা পা—জ্ঞা মা রা সা। এই রাগিণীতে দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়।

লক্ষণ গীত—তেওরা (দ্রুত লয়)

আস্থায়ী : কহত রাগ বাহার গুণী জন কোমল করত গা নি ধৈরজ কো খরজ মধ্যম অংশ সমজত মেল কর্ কর হার

অন্তরা : বাগেশ্রী মলার শুন মেলত নি সা রে নি পা গা গা মা রে রে সা সা সুর আড়ানা বিচ চমকত চতর কহে মন হার॥

আস্থায়ী

×	১	২	×	১	২
			ণ		
ণা ণা পা	মা পা	জ্ঞা মা	ধা –া ধা	না র্সা	র্রা র্সা
ক হ ত	রা ০	গ রা	হা ০ র	গু ণী	জ ন
			ম ম		
র্সা –া র্সা	ণা পা	মা পা	জ্ঞা জ্ঞা মা	রা রা	সা –া
কো ০ ম	ল ক	র ত	গা নি সু	র ন	কো ০
সা মা মা	মা পা	জ্ঞা মা	ধা ধা না	র্সা না	র্সা র্সা
খ র জ	ম ০	ধ ম	অ ন্ শ	স ম	জ ত
র্সা –া র্সা	র্রা র্রা	র্সা র্রসা	র্সা ণা ধা	না র্সা	র্রা র্সা
মে ০ ল	ক র	ক র	হা ০ র	গু ণী	জ ন

অন্তরা

জ্ঞা জ্ঞা মা	ধা ধা	না না	র্সা –া না	র্সা না	র্সা র্সা
বা ০ গে	শে রী	ম ০	লা ০ র	শুন্ মে	ল ত
না র্সা র্রা	না র্সা	ণা পা	জ্ঞা জ্ঞা মা	রা রা	সা সা
নি সা রে	নি সা	নি পা	গা গা মা	রে রে	সা সা
মা মা মা	পা –া	জ্ঞা মা	ধাণি –া না	র্সা না	র্সা র্সা
সু র সা	ড়া ০	না ০	বি ০ চ	চ ম	জ ত
র্সা –া র্সা	র্রা –া	র্সা র্সা	ণার্স –া ধা	না র্সা	র্রা র্সা
চ ত র	কে ০	ম ন	হা ০ র	শু ণী	জ ন

নীলাম্বরী

'নীলাম্বরী' কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। পঞ্চম বাদী—এই রাগিণীতে ষড়জ পঞ্চমের সঙ্গত থাকে। গান্ধার কম্পব—ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আরোহীতে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে হয়। ইহার আরোহীতে বহু গুণী গায়ক তীব্র গান্ধার লাগাইয়া থাকেন। যদি ঠিক ভাবে তীব্র গান্ধার লাগানো যায় তাহা হইলে ইহার রূপ বিকৃত হয় না। মধুমাত ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি। এ রাগিণী প্রায় অপ্রচলিত। আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা। অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত—তেওড়া (দ্রুত লয়)

আস্থায়ী : চতর গুণী বর রাগ বর্ণত নীলাম্বরী কো সম্পূরণ সুর সদা চপ্‌লা।
অন্তরা : ঠাট কর হর পাঁনশ মনহর তজত অনুলোম গাত ধৈবত সঙ্গত সা পা যুগল মত গা আহত সুখদা।

আস্থায়ী

×	১	২	×	১	২
পা পা পা	দা পা	মা গা	যা -া পা	মা পণা	জ্ঞা রা
চ ত র	গু ণী	ব র	রা ০ গ	ব র	ণ ত
রাজ্ঞা জ্ঞা মজ্ঞা	রা রা	সা -া	ণাঃ সা সা	গা মা	পা পা
নী লা ০	ম বরী	কো ০	স ০ ম্পূ	র ণ	সু র
পা পা -া	জ্ঞা জ্ঞা	মা -া			
স দা ০	চ প	সা ০			

অন্তরা

মা -া মা	পা পা	না না	র্সা -া র্সা	না না	র্সা র্সা
ঠা ট	ক র	হ র	পাঁ সন্	স স ন	হ র
র্সা রা র্সা	র্রা র্রা	র্সা -া	না না র্সা	ণা -া	পা পা
ত তা ত	স নু	লো ০	ম গা ত	ধৈ ০	ব ত

পা	ধ	পা	মা	জ্ঞা	মা	-া	পা	র্সা	র্সা	ণা	ধা	পা	-া
স	ং	গ	ত	সা	পা	০	যু	গ	ল	ম	ত	সা	০
পা	ধা	পা	সা	খা	মা	-া							
সা	হ	ত	সু	খ	দাঁ	০							

হোসেনী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। এ রাগিণীও নূতন সৃষ্টি। কবি আমীর খসরু এই রাগিণীর স্রষ্টা বলিয়া কথিত আছে। এ রাগিণীও প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে নাই। যেমন আড়ানা মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া গাহিতে হয় তেমনি হোসেনী কানাড়ারও গ্রহ সুর মধ্যম। আড়ানা হইতে ইহাতে কানাড়ীর অঙ্গ বেশি। আড়ানা, মেঘ, হোসেনী, সাহানা, সুহা, সুখরাই, সুর মল্লার (এই সব)—রাগিণীতে সারঙ্গের অঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু কানাড়ার অঙ্গই প্রধান হইয়া উঠে। তারার ষড়জ ইহার চমৎকারিত্বের অন্যতম সহায়ক। ধৈবত গান্ধারের ব্যবহারের বিশেষ প্রণালীই। (অধিকত্ব বা স্বল্পত্ব) এই রাগিণীকে কানাড়া-জাতীয় অন্য রাগিণী হইতে পৃথক করে। 'রাগ-লক্ষণ' গ্রন্থে হোসেনী কানাড়ার আরোহী সম্পূর্ণ ও অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অন্য এক গ্রন্থে ('সারামৃত') আরোহী অবরোহী দুই সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ষড়জ, বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা। র্সা ণা ধা পা জ্ঞা মা রা সা।

নায়কী কানাড়া

কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী। আরোহণ ও অবরোহণে ধৈবত বর্জিত। এই রাগের পূর্বাঙ্গ 'সুহা'র মত মনে হয়। উত্তর-অঙ্গ সারঙ্গের মত শোনায়। মধ্যম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। দেবশাখ, কৌশী, নায়কী, সুহা—রাগিণী সারংঅঙ্গের, কাজেই এইসব রাগিণীতে গান্ধার খুব কম ব্যবহৃত হয়। এই রাগিণী বাগেশ্রী ও কৌশী রাগিণীর সম্মিলনে উদ্ভূত হইয়াছে। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতালা

আস্থায়ী : স্বজন বিনা ভয়ি নিরাশ হুঁ—কহো সখি কিস্ বিধা পাউঁ দরশ।

অন্তরা : কহত নায়কী আপনে জিয়া কি রোজ হারকে দরশ বিন্ নিশদিন তরস।

আস্থায়ী

´ ১					×				৩				০			
[প]ণা	ণা	পা	পা	মা	পা	মা	-া	পা	[ম]জ্ঞা	[ম]জ্ঞা	মা	পা	-া	ণা	মা	পা
স	জ	ন	বি	ন	ভ	য়ি	০	নি	রা	০	শ	হুঁ	০	ক	হো	স

সা	-া	-া	ণা	পা	পা	[ম]জ্ঞা	[ম]জ্ঞা	-া	[ম]জ্ঞা	-া	মা	রা	সা	-া	ণা
খি	০	০	কি	স	বি	ধা	পা	০	উ	০	দ	র	শ	০	স

অন্তরা

মা	র্সা	র্সা	না	র্সা	না	র্সা	-া	পা	ণা	পা	না	র্সা	র্রা	র্রা	র্সা	[প]র্না
ক	হ্	ত	না	০	য়	কী	০	আ	প	নে	জি	য়া	কি	রো	জ	হা

পা	[ম]জ্ঞা	[ম]জ্ঞা	মা	পা	[প]ণা	পা	র্সা	[প]ণা	পা	[ম]জ্ঞা	মা	রা	রা	সা	[প]না
র	কে	০	দ	র	শ	বি	না	নি	শ	দি	ন	ত	র	স	স্ব

কৌশী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার বাদী সুর মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। এই রাগিণীতে মধ্যম ও ধৈবতের সঙ্গত মধুর শ্রবণ–সুখ দায়ী। আর এই দুই সুরের সঙ্গতের জন্যই মল্লার অঙ্গ হইতে ইহাকে পৃথকীকৃত করে। ইহাকেও কানাড়া জাতীয় একরূপ কানাড়া বলা হইয়া থাকে। ইহাকে কানাড়া অঙ্গ করিয়া গাহিতে হয়। কৌশী ও কানাড়া মিলিয়া এই রাগিণীর উৎপত্তি। আরোহী : সা রা জ্ঞা মা—পা ধা ণা র্সা। অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—চৌতাল

আস্থায়ী : হরপ্রিয়া কে মেল মুঁ চতর বর করত রাগ কৌশী সুদ্ধ গোপীজন পরম আনন্দ মেত্ উপজায়ে।

অন্তরা : সম্পূরণ সুর আত হুঁ সো হত জা মেঁ মধ্যম মুঁ মন কো হুলসায়ে।

আস্থায়ী

১		২		×		০		১		০	
পা	মা	পা	ধা	[ম]জ্ঞা	[ম]জ্ঞা	[ম]জ্ঞা	মা	পা	[ম]জ্ঞা	[ম]জ্ঞা	সা
হ	র	প্রি	য়া	কে	০	মে	০	ল	মুঁ	০	চ

রা	রা	সা	সা	ণ্া	সা	রা	ণ্া	সা	সা	^মজ্ঞা	মা
ত	র	ব	র	ক	র	ত	রা	০	গ	কৌ	০

রা	সা	ধণ্া	ণ্া	প্া	ধা^ণ	ধা^ণ	-া	ণা^ধ	পা	ধা	না
সি	০	শু	ধ	গো	০	পী	০	জ	ন	প	র

র্সা	না	র্সা	-া	না^প	পা	পা	মা	পা	মা	-া	মা
ম	আ	ন	ন্	দ	নে	ত	উ	প	জা	০	য়ে

অন্তরা

না	র্সা	র্সা	-া	না	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্রা	না
সম্	০	পূ	০	র	ণ	সু	র	আ	ত	হুঁ	সো

র্সা	র্সা	র্সা	ণা^প	-া	পা	মা	-া	ধা	ধা	ণা	পা
০	হ	ত	জা	০	মে	মস	০	ধ্য	ম	মূ	০

ধা	না	র্সা	ধণা	পা	মা	-া	মা
স	ন	কো	হো	না	সা	০	য়ে

সুহা

কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী। ইহার আরোহণে ও অবরোহণে ধৈবত সুর বর্জ্জিত বা বিবাদী। ইহারও বাদী মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহর। ইহার উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ চড়ার দিকে সারঙ্গের স্বরূপ অনুভূত হয়। কিন্তু পূর্বাঙ্গে গান্ধার লাগানো হয় বলিয়া সারং হইতে আলাদা হইয়া যায়। মধ্যম সুর যেন পরিস্ফুট করিয়া লাগানো হয়—ইহাই সঙ্গীত গ্রন্থের উপদেশ। এই রাগিণীতে নিখাদ ও পঞ্চমের সঙ্গত ও মধ্যমে ন্যাশ অর্থাৎ (রাগিণী শেষ করা) মধুর শোনায়। দরবারী ও মেঘ হইতে ইহার উৎপত্তি। যেমন রাত্রে আড়ানা গাওয়া হয়, তেমনি দিনে সুহা গাহিতে হয়। রসিক গুণীগণ 'সুহা'কে দিনের আড়ানা বলিয়া থাকেন। এই দুই রাগিণীর মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে, 'সুহা'র উত্তরাঙ্গ সারং অর্থাৎ ধৈবত বিবাদী বলিয়া সারঙ্গের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে—কিন্তু আড়ানায় ধৈবত পরিষ্কার ভাবে লাগানো হয়। ইহা ছাড়াও 'সুহা' পূর্বাঙ্গের রাগিণী অর্থাৎ ইহাতে চড়ার দিকের বেশি কাজ করা হয় না, আর আড়ানা উত্তরাঙ্গের রাগিণী।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা—পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ-গীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : কর হরপ্রিয়া ঠাট সুধ রাগ কর লিয়ে
সুহা চতর নামওয়া কো বিচারি লিয়ে।

অন্তরা : মধ্যম কহত অনংশ ধৈবত কো তজ লিয়ে
দরবার মেঘ যূতনীপা সঙ্গ কর লিয়ে
সুহা চতর নাম কো বিচার লিয়ে।

আস্থায়ী

×		৩			০			১		
সা	সা	জ্ঞা^{ম}	–া	মা	পা	পা		পণা	মপা	সা
ক	র	হ	০	র	প্রি	য়া		ঠা	০	ট
না	পা	পনা	মপা	র্সা	না	পা		জ্ঞা^{ম}	–া	মা
সু	ধ	রা	০	গ	ক	র		লি	০	য়ে
মা	পা	জ্ঞা^{ম}	–া	মা	রা	রা		সা	–া	সা
সু	০	হা	০	চ	ত	র		না	০	ম
ণা	সা	জ্ঞা^{ম}	–া	মা	রা	মা		রা	–া	সা
ওয়া	০	কো	০	বি	চা	রি		লি	০	য়ে

অন্তরা

মা	পা	^{প}ণা	^{প}ণা	র্সা	র্সা	র্সা		র্সা	–া	র্সা
ম	০	ধ	ম	ক	হ্	ত		অ	ন্	শ
র্সা	–া	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	সা		ণা	–া	র্মা
ধৈ	০	ব	ত	কো	ত	জ		লি	০	য়ে
পা	পা	জ্ঞা^{ম}	–া	মা	পা	গা		ণা	পা	র্সা
দ	র	বা	০	র	মে	০		ঘ	যু	ত
ণা	পা	মা	–া	পা	মা	পা		জ্ঞা^{ম}	–া	মা
নি	পা	স	০	ঙ্গ	ক	রি		লি	০	য়ে
সা	পা	জ্ঞা^{ম}	–া	মা	রা	রা		সা	–া	সা
সু	০	হা	০	চ	ত	র		না	০	ম
না	সা	জ্ঞা^{ম}	মা	পা	রা	মা		রা^{স}	–া	সা
ওয়া	০	কো	০	বি	চা	রি		লি	০	রে

সুঘরাই

ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। আরোহণে ধৈবত সুর বর্জিত হয়। ষড়জ বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী। গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহর। এই রাগিণীতে ষড়জ পঞ্চমের সম্বাদ বা ঘনিষ্ঠতা থাকে। ইহা এক প্রকার কানাড়া নামে পরিচিত। এই রাগিণীতেও সারঙ্গের অঙ্গ দেখা যায়। রাত্রে যেমন সাহানা গাহিতে হয়, দিনে তেমনি সুঘরাই গীত হইয়া থাকে। (যেমন রাত্রে আড়ানা ও দিনে 'সুহা')। সুহা ও সুখরাই-এ ইহাই পার্থক্য যে, সুহাতে ধৈবত একেবারে বিবাদী আর সুঘরাই-এ কেবল আরোহীতে বিবাদী। কাহারও কাহারও অভিমতে বাগেশ্রী ও মধুমারর মিশ্রণের ফলে ইহার সৃষ্টি। আবার কাহারও কাহারও মতে এই রাগিণী আড়ানা, কানাড়া ও বৃন্দাবনী সারং-এর মিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। সুহারয় ধৈবত বর্জিত, বৃন্দাবনী সারং-এ গান্ধার বর্জিত, আড়ানায় ধৈবত কোমল, সাহানায় ধৈবত পরিষ্কার করিয়া দেখানো হয়—কিন্তু সুঘরাই-এ এসবের কিছু কিছু আভাস থাকিলেও ঐ সমস্ত রাগিণী হইতে স্বতন্ত্র। এই সব রাগিণীতে তারার র্সা অত্যন্ত শ্রবণ-সুখকর।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা—ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ-গীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : দীয়্যা পিয়া বিন্ ময়্কা পল না সোহাওয়ে
আলি নিশদিন তড়া তড়া জিয়ারা উবলায়ে।

অন্তরা : হরপ্রিয়া চরণ পানশ কর লাবেঁগে সুখ্রা এত্নী কহা
হামরি তপত মিটারে।

আস্থায়ী

×		৩		০		১	
			প				
ধা	পা	-া	মা ধা	পা	মা	রা ণা	সা
দি	ই	০	য়া পি	য়া	বি	ন ময়ে	কা
ণা	সা	জ্ঞা[ম]	-া জ্ঞা[ম]	জ্ঞা[ম]	-া	মা রা	সা
প	ল	না	০ সো	হা	০	ওয়ে আ	লি
সা	সা	রা[ম]	মা মা	পা	পা	ণা[ধ]	মা পা
নি	শ	দি	ন ত	ড়	প	ত ড়	প
পা	র্ণা	র্সা	র্সর্রা র্সর্রা	র্সা[ণ]	-া	পা ণা[ধ]	পা
জি	য়া	রা	উ কা	লা	০	য়ে আ	লি

অন্তরা

মা পা	ণা র্সা র্সা	র্সা র্সা	ণা র্সা র্সা
হ র	প্রি য়া চ	র ণ	প ০ নশ
ণা র্সা	র্রা[ম] র্মা র্রা	র্সা –া	পা ণা পা
ক ব	ল ০ বৈ	গে ০	সু ঘ রা
পধা পমপা	জ্ঞা[ম] –া মা	পা –া	পা ণা পা
এ ত	নী ০ ক	হো ০	হা ম রি
পা র্রা	র্সা –া র্মর্রা	র্সা[ণ] –া	পা পা[ধ] পা
ত প	ত ০ মে	টা ০	য়ে আ লি

দেবশাখ

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার মধ্যম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। ধৈবত ও গান্ধার দুই দুর্বল। কাহারও মতে—এই রাগে কানাড়া ও মেঘ মিশ্রিত আছে। কোনো কোনো সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ইহাতে ধৈবত বর্জিত করিতে বলেন। কিন্তু বিখ্যাত চতর্ পণ্ডিত বলেন, 'আমি এই সুর প্রচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ খুব কম ব্যবহার করা পছন্দ করি।' ইহার গান্ধার আন্দোলিত করিয়া গাহিতে হয়। মধ্যম ইহার ন্যাস সুর। অর্থাৎ মধ্যমে ইহার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। এই সুরে খানিকটা 'সুহা'র আভাস পাওয়া যায়। গাহিবার সময় সকাল। ইহাতেও সারঙ্গের অঙ্গ আছে। 'সঙ্গীত সারামৃত' গ্রন্থে এই রাগে দুই গান্ধার ব্যবহৃত হয় বলিয়া লিখিত আছে। রেখাবও বর্জিত করিতে বলিয়াছে ঐ গ্রন্থ। কিন্তু আজকাল এ মত প্রচলিত নাই।

আরোহী : সা রা মা পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : লঘু দুরত লঘু লঘু ধুরওয়া কো কহত অঙ্গ লঘু দুরত লঘু সোমঠ দুবৃত লঘু রূপক।

অন্তরা : লঘু আনু দুরত ঝম্প লঘু দুরত দোয়া তের পোটপ লঘু লঘু দুরত দুরত দুর আটি এক লঘু এক॥

আস্থায়ী

×	৩	০	১
তীব্র	কো কো		ম
মা ধনা	ধণ্য ধণ্য পা	পা মা	পা জ্ঞা –া
ল ঘু	দু র ত	ল ঘু	ল ঘু ০

ম	ম		ম								
জ্ঞা	জ্ঞা		জ্ঞা	মা	মা		রা	রা		সা	–া	সা
ধুর	ওয়া		কো	০	ক		হ্	ত		অ	ন্	গ
			ম	ম								
ণ্া	সা		রা	রা	মা		পা	পা		ধ্ণা	মা	পা
ল	ঘু		দু	র	ত		ল	ঘু		সো	ম	ঠ
					স							
পা	না		র্সা	র্সা	র্রা		র্সা	ণা		পা	–া	মা
দু	র		ত	ল	ঘু		রু	০		প	০	ক

অন্তরা

×			৩				০			১		
মা	পা		ণা	ণা	র্সা		র্সা	র্সা		র্সা	–া	র্সা
ল	ঘু		আ	নু	দু		র	ত		ঝ	ম্	প
ণা	র্সা		র্জ্ঞা[ম]	র্জ্ঞা[ম]	র্মা		র্রা	র্সা		ণা	ণা	পা
ল	ঘু		দু	র	ত		দো	যা		ত্রি	পু	ট
ণ্া	সা		রা	রা	মা		পা	পা		ধ্ণা	মা	পা
ল	ঘু		ল	ঘু	দু		র	ত		দু	ব	ত
					স							
পা	র্সা		র্সা	–া	র্রা		র্সা	ণা		পা	–া	মা
আ	ঠ		এ	০	ক		ল	ঘু		এ	০	ক

সাহানা

সাহানা কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। এই নূতন রাগিণী মুসলমান গায়কদের সৃষ্টি। প্রচলিত রীতি অনুসারে ইহা রাত্রে গীত হয়। বিবাহ বাড়িতে বা অন্যান্য আনন্দ-উৎসবে সানাইয়ার সানাই-এ এই রাগিণী প্রায়ই শোনা যায়। পঞ্চম ইহার বাদী সুর। ইহার রূপ আড়ানার সঙ্গে অনেকটা মিলে। সাহানার অবরোহীতে সামান্য ধৈবত লাগাইয়া আড়ানা হইতে পৃথক রূপ দিতে হয়। ইহাতেও গান্ধার থাকার জন্য সারং হইতে ইহার রূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই রাগিণীর আরোহীতে ধৈবত বর্জিত—এই জন্য কাফি ইত্যাদি রাগিণী হইতেও আলাদা হইয়া থাকে। দরবারী ও মেঘ হইতে ইহার সৃষ্টি বলিয়া গুণীরা মনে করেন।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা-মা পা-জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : সাহানা দি বুধ পানশ আধুনক কহে রূপ কর্ণাট
কোয়ি শীশা গাওত সব নিশীথ।

অন্তরা : আড়ানা ধা গা মেরদুল সারং আধা গা মত সুধ রা প্রীত রূপ
দেনা গেলে চতর মত—কর্ণাট কোয়ি শীশ গাওত সব নিশীথ।

আস্থায়ী

×	৩	০	১
ধা ধা	পা –া পা	পা মা	পা –া পা
সা হা	না ০ দি	বু ধ	পা ন শ
র্সা –া	ণা ণা পা	পা পা	জ্ঞা মা মা
আ ০	ধু নি ক	ক হে	রূ ০ প
মা পা	জ্ঞ মা মা	রা রা	সা –া সা
ক র	না ০ ট	কো য়ি	শী ০ শ
সা মা	মা মা মা	পা পা	জ্ঞা মা মা
গা ০	ও ত স	ব নি	শী ০ থ

অন্তরা

মা পা	না গ র্সা	র্সা বা	র্সা র্সা র্সা
আ ০	ড়া ০ না	ধা গা	মৃ দু ল
না র্সা	র্রা –া র্রা	র্সা র্সা	ণা ধা পা
সা ০	র ঙ্ গ	আ ধা	গা ম ত
ধা ধা	পা –া পা	পা মা	পা –া পা
সু ধ	রা ০ ০	প্রী তি	রূ ০ প
র্সা র্সা	ণা –া পা	পা মা	পা জ্ঞা মা
দে না	গে ০ লে	চ ত	র ম ত
মা পা	জ্ঞা –া মা	রা রা	সা –া সা
ক র	না ০ ট	ক বী	শী ০ শ
সা মা	মা মা মা	ধা পা	জ্ঞা মা মা
গা ০	ও ত স	ব নি	শী ০ থ

বাগেশ্রী

বাগেশ্রী কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ। কিন্তু অবরোহণে সম্পূর্ণ জাতীয় হইলেও পঞ্চম দুর্বল অর্থাৎ খুব কম লাগে। আবার কাহারও কাহারও মতে বাগেশ্রী পঞ্চম বর্জিত অর্থাৎ খাড়ব জাতীয়। কিন্তু পঞ্চম একেবারে বর্জিত করিলে শ্রীরঞ্জনী ও বাগেশ্রীতে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। শুধু এইটুকু পার্থক্য থাকে যে, বাগেশ্রীর আরোহীতে ষড়জ হইতে মধ্যম যায় (রেখাব ও গান্ধার ডিঙাইয়া), শ্রীরঞ্জনীর আরোহীতে ষড়জ হইতে কোমল গান্ধারে যায় (মীড়ে)। বাগেশ্রীর বাদীসুর মধ্যম, সম্বাদী ষড়জ। ইহার অবরোহণে পঞ্চমে জোর দিলে ধানশ্রীর মত শুনাইবে, কাজেই পঞ্চম খুব সাবধানে লাগাইতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে বাগেশ্রীতে দুই গান্ধারের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ আরোহণে তীব্র ও অবরোহণে কোমল গান্ধার। বাহাদুর হোসেন খাঁর বাগেশ্রী তেলেনা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই এই মতকে সমর্থন করিবেন। আজকালও কোনো কোনো অভিজ্ঞ গীত-শিল্পী অত্যন্ত মধুর করিয়া তীব্র গান্ধারের কৃণ্ দিয়া বাগেশ্রী গাহিয়া থাকেন শুনিয়াছি। 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ধানশ্রী ও কানাড়া মিলিয়া এই রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার চাল দেখিয়া ইহার যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। কানাড়ার বহুবিধ রূপ আছে এবং ইহা লইয়া গুণীগণের মধ্যে তর্কের আর অন্ত নাই। কানাড়ার তর্কের মূল গান্ধার ও ধৈবত—এবং এই দুই সুর তীব্র হইবে কি কোমল হইবে। এ তর্কের কখনো মীমাংসা হইবে না। এই সব ব্যাপারে চলতি রীতি বা 'রেওয়াজ' দেখিয়া চলাই ভাল।

আরোহী : সা ণা ধা—ণা সা—মা জ্ঞা—মা ধা—ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা মা—পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : রাগ রাগেশ্রী বেকরত লাগত গা নি, কর হরপ্রিয়া ঠাট
তিওর করত ধা রি।

অন্তরা : মধম সুর পরধান অনুলোম আপমান রীত্ত
গোঁড় সম সব চতর মানত গুণী।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
মা	জ্ঞা	রা	সা	–া	ণা	ধা	ণা	সা	–া
রা	০	গ	বা	০	গে	০	শে	রী	০
ণা	সা	মা	মা	মা	মা	মা	পা	জ্ঞা	মা
বে	ক	র	ত	লা	গ	ত	গা	নি	০

জ্ঞা মা	ণা ধা ণা	র্সা র্সা	র্সা –া র্সা_
ক র	হ ০ র	প্রি য়া	মে ০ ল
র্সা –া	ণা ধা ণা	ধা মা	পা জ্ঞা মজ্ঞা
তি ০	ও র ক	র ত	ধা রি ০

অন্তরা

মা –া	ধা ণা র্সা	র্সা র্সা	র্সা র্সা –া
ম ০	ধ ম সু	র পর্	ধা ০ ন
ণা র্সা	র্রা র্জ্ঞা র্রর্সা	ণা র্সা	ণা ধা ধা
অ নু	লো ০ ম	আ প	মা ০ ন
ধা ণা	র্সা র্সা র্জ্ঞা	রা র্মা	র্রা র্রা র্সা
রী ০	তা গোঁ ০	ড় স	ম স ব
র্সা র্সা	র্সা ধা ণা	ধা মা	পা জ্ঞা মজ্ঞা
চ ত	র মা ০	ন ত	গু ণী ০

আড়ানা

আড়ানা দুই প্রকার প্রণালীতে গাওয়া যাইতে পারে। প্রথম আশাবরী ঠাট ও দ্বিতীয় কাফি ঠাট অনুসারে। কাফি ঠাটে ইহা খাড়ব জাতীয় রাগিনী। তারার সা ইহার বাদী সুর। ধৈবত গান্ধার বর্জিত না হইলেও কম ব্যবহার করা হয় এবং সেইজন্য খানিকটা সারঙ্গের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এইজন্য আড়ানার আর এক নাম রাতের সারং। তবে সারদে ধৈবত গান্ধার একেবারে বর্জিত হয়, আর আড়ানায় স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যেখানে মধ্যম স্পষ্ট করিয়া লাগানো হয়, সেইখানে কতকটা 'সুহার' মত শোনায়। কিন্তু 'সুহায়' কানাড়ার অঙ্গ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় কিন্তু আড়ানায় তাহা হয় না। গান্ধার লাগাইবার দরুণ সুরমল্লার হইতে ইহা পৃথক হইয়া যায়। মেঘ ও মধুমাত মিলিয়া ইহার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া গুণীগণের বিশ্বাস। হোসেনী কানাড়ার সঙ্গে ইহার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করিয়া কাফি ঠাটের আড়ানো ও হোসেনী কানাড়ায় খুব সুর অভিজ্ঞ সমঝদার ছাড়া কেহ কোনো পার্থক্য ধরিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই অর্থাৎ হোসেনী কানাড়া হইতে পৃথকীকৃত করার জন্যই পণ্ডিতগণ আড়ানাকে আশাবরী ঠাট করিয়া গাহিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহার ধৈবত কোমল করিয়া গান।

আরোহী : সা রা মা পা—ধা ণা পা—ধা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা জ্ঞা মা—রা সা।

পিলু

পিলু কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহা মিশ্র মেলের রাগিণী। অর্থাৎ ইহাতে দুই তিন ঠাটের সংমিশ্রণ আছে। গাহিবার কোন সময় নির্ধারিত নাই, তবে সাধারণতঃ ইহা বিকালে গীত হইয়া থাকে। গান্ধার বাদী সুর। এই রাগিনীতে তীব্র কোমল সকল সুরই লাগানো হইয়া থাকে। এইজন্য, ইহার রূপ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একটু মনোনিবেশ করিলেই বোঝা যায়, এই রাগিণীতে গৌরী, ভীমপলাশী ও ভৈরবী এই তিন রাগের সংমিশ্রণ আছে। ইহার আরোহণে তীব্র ও অবরোহণে কোমল সুর ব্যবহার করিবার রীতি প্রায় সর্বস্থানে দেখা যায়। ইহাও গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়, মুসলমান ওস্তাদদের সৃষ্টি। ইহার স্বভাব অত্যন্ত লঘু ও চঞ্চল—তাই ইহাতে ছোট ছোট জিনিসই গাওয়া হয়।

আরোহী : ন্া সা রা জ্ঞা—মা পা ধা—ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা—রা সা ন্া সা।

লক্ষণগীত—তেতালা (মধ্য লয়)

আস্থায়ী : পিয়া তোয়ে পিলু কি চমক মন বস গয়ি।
গা নি সম্বাদী করত হর সুর বাঁশরী কি ধুন মোরে জিয়া মে বস্ গয়ি।

অন্তরা : সব সুর ঠিক্‌রত মন হরণ শুনত শুনত সুধ বুধ হুঁ বিসর গয়ি।

আস্থায়ী

৩	০	১	×
না সা জ্ঞা রা	সা ন্া সা ন্া	দ্া প্া দ্া দ্া	ন্া ন্া সা সা
পি য়া তো রে	পি লু কি চ	ম ক ম ন	ব স গ য়ি
জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা –া জ্ঞা রা	জ্ঞা মা পা মা	জ্ঞা রা ন্া সা
গা নি স ম	বা ০ দী ক	র ত হ র	প্রি য়া সু ০
গা গা গা গা	মা মা মা মা	রা[ম] মা পা –া	জ্ঞা জ্ঞা ন্া সা
বাঁ শ রি কি	ধু ন মো রে	পি য়া মে ০	ব ম গ য়ি

অন্তরা

ন্ সা গা মা	পা পা পা পা	গা গা মা পা	জ্ঞা জ্ঞা ন্া সা
স ব সু র	বি ক র ত	ম ন হ র	ণ ক র ত
গা গা গা গা	মা পা গা মা	রা[ম] মা পা পা	জ্ঞা জ্ঞা ন্া সা
শু ন ত শু	ন ত সু ধ	বু ধ হুঁ বি	স র গ য়ি

বারোয়াঁ

বারোয়াঁ কাফি ঠাটের ওড়ব সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহণে সম্পূর্ণ। ষড়জবাদী ও পঞ্চম সম্বাদী। ইহাতে দুই নিখাদ লাগে। এই রাগিণী দুই প্রকারে গাওয়া যায়। প্রথম–শুধু–কোমল গান্ধার লাগাইয়া, দ্বিতীয়—দুই গান্ধার ব্যবহার করিয়া। শুধু কোমল গান্ধার দিয়া গাহিলে ইহা অনেকটা দেশীর মত শুনায়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশীয় ধৈবত কোমল বা দুই ধৈবত, কিন্তু ইহার ধৈবত তীব্র। ইহাও গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়। ইহা মুসলমান ওস্তাদদের সৃষ্টি।

আরোহী : সা রা মা পা ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—ধা মা জ্ঞা রা জ্ঞা সা।

খেয়াল—তেতালা

আস্থায়ী : এড়ি ময়কো নাহি পড়ে চয়ন্—তড়পত হুঁ মেয় পরি।

অন্তরা : তেয়–(বে মন রঙ্গ আজ হুঁ নহি আয়ে আঁশু হোয়ঁ লাগি ঝরি॥

আস্থায়ী

	১	×	৩	০
রা জ্ঞা	সা রা মা পা^ধ	জ্ঞা বা জ্ঞা রসা	মা রা সা রা	ণা সা সা সা
এ ০	রি মা কো ০	না ০ ০ হি	প ড়ে ০ চ	য় না ত ড়
	রা মা জ্ঞা রা	মা পা –া ণা	ধা পা মা জ্ঞা	রা –া রা জ্ঞা
	প ত হুঁ ০	সে ০ য় প	রি ০ ০ ০	০ ০ এ ০

অন্তরা

০	১	+
মা মা মা মা	মা মা পা না	র্সা র্সা র্সা র্রা
তেয় স ন রন্	গ আ জ হুঁ	০ ন হি ০
৩	**০**	**১**
র্সা র্সা নধপা মপা	মঞ্জরা জ্ঞসা সা সা	রা মা রা মা
অ য়ে ০ ০	০ ০ আঁ শু	ওয়া ন্ লা ০
×	**৩**	**০**
মা পা ণা ধা	পা মা জ্ঞা রা	মা পা
গি ০ ঝ রি	০ ০ ০ ৫	০ ০

শ্রীরঞ্জনী

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব জাতীয় রাগিণী। আরোহণে রেখাব পঞ্চম সুর বর্জিত, অবরোহণে শুধু পঞ্চম বর্জিত। মধ্যম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। বাগেশ্রীর সঙ্গে ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে তবে বাগেশ্রীতে অবরোহণে পঞ্চম লাগে, ইহাতে পঞ্চম বিবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর।

আরোহী : সা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত—একতালা

আস্থায়ী : গুণীজন করত মেল জব সুধ হরপ্রিয়া আত মনোহর শ্রীরঞ্জনী রূপমধুর পঞ্চম বরজত নেত্ সুর।

অন্তরা : বিলাসত বাগেশ্রী সঙ্গ সা মা সুর সম্বাদ করত কোমল নি আত সুন্দর বর্ণত নিপুণ গায়ে চতর।

আস্থায়ী

×	০	৪	০	১	২
জ্ঞ					
মা জ্ঞা	রা সা	ধা ণা	সা ধা	–া ণা	সা সা
গু ণী	জ ন	ক র	ত মে	ল	জ ব
ণা সা	মা মা	মা মা	মা মা	জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা
সু ধ	হ র	প্রি য়া	আ ত	ম নো	হ র
জ্ঞা জ্ঞা	মা ধা	মা ধা	র্সা –া	র্সা র্সা	র্সা র্সা
শি রী	র ন্	জ নী	রূ ০	প ম	ধু র
র্সা –া	ণা ধা	ণা ণা	ধা মা	জ্ঞা জ্ঞা	রা সা
প ন	চ ম	ব র	জ ত	নে ত	সু র

অন্তরা

জ্ঞা মা	ধা ণা	র্সা –া	র্সা –া	র্রা র্রা	র্সা র্সা
বি ল	স ত	বা ০	গে ০	শে রী	অঙ্ গ
ণা র্সা	র্মা র্জ্ঞা	র্রা –া	র্সা –া	ণা ণা	ধা ধা
সা মা	সু র	স ম	বা ০	দ ক	র ত

র্জ্ঞা	-া	র্রা	র্সা	র্রা	-া	র্সা	র্সা	র্না	র্সা	ণা	ধা
কো	০	ম	ল	নি	০	আ	ত	সু	ন	দ	র
র্সা	র্সা	ধা	ণা	ধা	ধা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	র্সা
ষ	র	ণ	ত	বি	লু	ণ	গা	য়ে	চ	ত	র

মেঘ

মেঘ কাফি ঠাটের খাড়ব রাগ। আরোহী ও অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত বা বিবাদী। ষড়জ বাদী পঞ্চম সম্বাদী। রেখাব আন্দোলিত ধরিয়া গাহিতে হয়, গান্ধার গুপ্ত—অর্থাৎ গান্ধারের শুধু কুন বা ঈষৎ স্পষ্ট লাগে। একমতে গান্ধার ও ধৈবত দুই সুর মেঘ রাগে বিবাদী। যাঁহারা এই মতবাদী তাঁহারা বলেন গান্ধার একেবারে বর্জিত করিয়াই মেঘকে সুরদাসী মল্লার হইতে পৃথক করা সম্ভব হয়। নতুবা এই দুই রাগিণী প্রায় এক হইয়া যায়। তবে সুরদাসী মল্লারে সারঙের অঙ্গ বেলী ও ধৈবত আছে। চতর পণ্ডিতের মতেও মেঘে ধৈবত গান্ধার দুই বর্জন করা উচিত। প্রচলিত রীতি অনুসারেও প্রায়শ এই রূপেই গীত হইয়া থাকে। মেঘে ধৈবত লাগাইলে সুরদাসী মল্লার হইয়া যায়। এই রাগে মধ্যম ও রেখাবের সঙ্গত বা ঘনিষ্ঠতা থাকে। আর এই সঙ্গতেই এই রাগের রূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই রাগের 'মেজাজ' বা প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর শান্ত—এইজন্য এই বিলম্বিত লয়ে এবং তারা ও মধ্যস্থানের সুরে গাওয়া উচিত। সত্যকার গুণীগণ এইরূপেই এ রাগ গাহিয়া থাকেন। বর্ষা ঋতুতে এই রাগ অপূর্ব মাধুর্যের সৃষ্টি করে। দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়।

আরোহী—সা রা মা পা-ণা র্সা। অবরোহী—র্সা ণা পা—মা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল (মধ্য লয়)

আস্থায়ী: চতর নর গায়ে সব মেঘ মলার কো নি সা রে মা মা পা নি পা নি সা মেল কর হার কো।

অন্তরা: সারং ধরে অঙ্গ সা কো করত অন্‌শ গমক যুত তার সু র মা মা রে —সা রে নি সা নি নি পা।

সঞ্চারী: মধম সুঁ সঞ্চার মা পা সা সুঁ নি পা করে ঝুলত রেখাব সুর ধৈবত ছিপায়ো

আভোগ: আড়ানা কো রূপ উতর ধরত অঙ্গ বরখা রেতু কহায়ে রাগ মল্লার কো।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
র্সা	র্সা	র্সা	ণা	পা	ম রা জ্ঞা	-া	রা জ্ঞা	রা	রা
চ	ত	র	ন	র	গা	০	য়ে	স	ব

রা –া	মা রা সা	রা –া	রা সা –া
মে ০	ঘ ম ০	লা ০	র কো ০
ন্া সা	রা মা মা	(ম)পা ণা	পা না র্সা
নি সা	রে মা মা	পা নি	পা নি সা
র্রা –া	র্মা র্রা র্সা	র্সা –া	পা পণা মপা
মে ০	ল ক র	হা ০	র কো ০

অন্তরা

মা পা	(প)ণা(প) –া ণা	র্সা র্সা	র্সা –া র্সা
সা ০	র ং গ	ধ রে	অ ং গ
র্সা –া	র্রা(র্ম) র্মা র্রা	র্সা র্সা	ণা(প) –া পা
সা –া	কো ০ ক	র ত	অ ন্ শ
র্রা(র্জ্ঞ) –া	–া –া র্মা	র্রা –া	র্রা র্সা র্সা
গ ম	ক মু ত	তা ০	রা সু র
র্মা র্মা	র্রা র্সা র্রা	না র্সা	ণা(প) ণা(প) পা
মা মা	রে সা রে	নি সা	নি নি পা

সঞ্চারী

মা –া	মা মা মা	পা –া	পা –া পা
ম ০	ধ ম সুঁন্	স ন্	চা ০ র
মা পা	মা মা মা	পা –া	রা –া মা
মা পা	সা ০ সুঁ	নি পা	ক ০ তে
রা –া	মা মা পা	রা মা	রা –া সা
ঝু ০	ল ত রে	খা ব	সু ০ র
মা –া	পা পা পা	ণা(প) –া	ণা মা পা
ধৈ ০	ব ত হি	পা ০	য়ো ০ ০

আভোগ অন্তরার ন্যায় গেয়

সুরদাসী মল্লার

এ রাগিণী গ্রন্থোক্ত নয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময় বাবা সুরদাস এই রাগিণীর সৃষ্টি করেন। ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব খাড়ব জাতীয় রাগিণী। আরোহী ও অবরোহী দুয়েই ধৈবত গান্ধার গুপ্ত থাকে—কিন্তু ঐ দুই সুর সম্পূর্ণরূপে বর্জিত নহে মধ্যম বাদী, ষড়জ সম্বাদী। ধৈবত গান্ধার দুর্বল হওয়ার দরুণ সারং বলিয়া সন্দেহ নয়। কাজেই ধৈবতের কৃণ্ দিয়া সারং হইকে ইহাকে বাঁচানো হয়। মধ্যম রেখাবের সঙ্গত থাকার খানিকটা সুরটের মত শোনায় কিন্তু সুরটে ধৈবত পরিষ্কার রূপে বোঝা যায়—ইহাতে ধৈবত প্রায় গুপ্ত। শুধু এই কারণেই সুরট হইতে ইহার রূপ অন্যতর হয়। সুহা ও আড়ানায় গান্ধার স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয়—সুরদাসী মল্লারে গান্ধার গুপ্ত। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, মধুমা ও মল্লারের সংমিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়। ইহাকে 'সুর-মল্লার'ও বলে।

আরোহী : সা রা মা পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা—ণা ধা পা—মা রা সা।

লক্ষণ গীত—তেতালা

আস্থায়ী : বরখা রুত বেরি হামারে মাস আখাদ ঘটা ঘন গরজত চতর বিদেশ হামায়ে

অন্তরা : মৌর পাপিহা দাদুরী চাতক হরপ্রিয়া করত পোকারে আবখা সহেত সখি সুর বিরহা দুখ নিকসত পরাণ হামারে॥

আস্থায়ী

০	১	×	৩
মা পা ণা[প] ণা[প] পা মা	পা মা রা সা	রা –া পা মা	মা –া –া –া
ব র খা ০ রু ত	বে ০ রি হা	মা ০ ০ ০	রে ০ ০ ০
মা –া পা পা ণা[প] মা না না	র্সা –া র্সা র্সা	না না র্সা র্সা	
মা ০ স আ খা ০ দ ঘ	টা ০ ঘ ন	গ র জ ত	
না –া র্সা র্সা র্রা –া র্সা র্সা	র্সা[র্র] –া না –া	মা –া –া পা	
চ ত র বি দে ০ শ হা	মা ০ রে ০	০ ০ ব র	

অন্তরা

মা –া মা পা	ণা পা না –া	র্সা –া র্সা –া	না র্সা র্সা র্সা
মো উ র পা	পি ০ হা ০	দা ০ দু র	চা ০ ত ক

ণা	ণা	পা	মা	পা	মা	রা	সা	রা	–া	র্পা	–া	মা	–া	–া	–া
হ	র	পের্	য়া	ক	র	ত	পো	কা	০	রে	০	০	০	০	০

মা	মা	মা	পা	পাণা	পা	না	না	র্সা	–া	র্সা	র্সা	না	না	র্সা	র্সা
আ	ব	না	স	হে	ত	স	খি	সু	০	র	বি	র	হ	দু	খ

না	না	র্সা	র্সা	র্মা	র্মা	র্রা	র্সা	র্রাসা	–া	না	–া	মা	–া	–া	পা
নি	ক	স	ত	প্	রা	ণ	হা	মা	০	রে	০	০	০	ব	র

মিয়া কি মল্লার

সম্রাট আকবরের সময় মিঞা তানসেন এই রাগিণীর সৃষ্টি করেন—ইহা গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়। ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব জাতীয় রাগিণী। বর্ষা ঋতুতে এই রাগিণী অত্যন্ত মধুর শোনায়। ইহার ষড়জ বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী। (কোমল) গান্ধারে আন্দোলন ইহার মাধুর্যকে আরো বাড়াইয়া তুলে। নিখাদ ও ধৈবতের সংযোগে এই রাগিণীর স্বরূপ পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। উদারা গ্রামে ইহার সুরের লীলা চমৎকার শোনায়। বিলম্বিত লয়ে ইহার আলাপ হৃদয়গ্রাহী হয়। ইহাতে দুই নিখাদ লাগে। কিন্তু এই দুই নিখাদ লাগানোর দরুণ খানিকটা বাহারের মত শোনায়। কিন্তু বাহারে তীব্র নিখাদ প্রায় দুর্বল কিন্তু ইহাতে তীব্র নিখাদ পরিস্কার রূপে দেখানো হয়। যেখানে গান্ধার (কোমল) আন্দোলিত হয়—সেখানে ইহা কানাড়ার রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু মধ্যম ও রেখাব-এর সঙ্গত বা ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্য মল্লার অঙ্গ স্থায়ী হয়। এই রাগিণীতে কর্ণাট ও গৌড়-এর সংমিশ্রণ আছে বলিয়া অনেকে বলেন। ইহার মধ্যম সুস্পষ্ট করিয়া দেখানো হয়। পঞ্চম নিখাদেরও সঙ্গত আছে এই রাগিণীতে।

আরোহী : সা রা মা পা ণা ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা-জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণগীত : তেতালা

আস্থায়ী : গাওত রাগ মলার গুণীন মিয়া সঙ্গত হরপ্রিয়া মেল সুঁ অঙ্গ করত দরবারী গুণীন।

অন্তরা : সম্বাদী সা পা—নি ধা সঙ্গত সোভ পরচ্ছা দেত ধৈবত আওর ঔহাঁ দোলত গান্ধার লয় বিলম্পত চতর কহত মল্হার গুণী।

আস্থায়ী

ন্সা	মা	রা	সা	ণা্ধ	ধা	মা	পা	ণা	–া	ধা	না	সা	সা	রা	সা
গা	০	ও	ত	রা	০	গ	ম	লা	০	০	র	ও	ণী	০	ন

না সা সা –া	রা –া সা সা	সা পা মা পা	^{ম}জ্ঞা মা রা সা
মি ০ যাঁ ০	স ং গ ত	হ র প্রি য়া	মে ০ ল সুঁ
মা –া মা মা	পা পা মা পণা	^{ম}পা মা জ্ঞা মা	রা রা সা সা
অ ং গ ক	র ত দ র	বা ০ ০ র	গু ণী ০ ন

অন্তরা

মা –া পা মপা	^{ধ}ণা –া না ন্না	র্সা র্সা র্সা –া	ন র্সা র্সা র্সা
স ম বা ০	দী ০ সা পা	নি ধা স ং	গ ত সো ভ
^{ধ}ণা –া না না	র্সা র্সা র্সা –া	র্সা র্রা র্রা র্সা	ণা –া পা পা
পু আ ছা ০	দে ত ধৈ ০	ব ত আ ও	রো ও হাঁ ০
মা পা মপা ণা	^{ম}জ্ঞা –া ^{ম}জ্ঞা –া	জ্ঞা মা পা পা	জ্ঞা মা রা সা
দো ০ ল ত	গা ন ধা ০	র ল য় বে	ল ম প ত
দা র্সা র্সা র্মা	র্রা র্সা পমা মপণা	পা^{ম} মা জ্ঞা মা	রা রা সা সা
চ ত র ক	হ ত ম ল	হা ০ ০ র	গু ণী ০ ন

মধুমাত (মধুমাধবী)

কাফি ঠাটের ইহা ওড়ব জাতীয় রাগিণী। প্রচলিত রীতি অনুসারে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত করিয়া গাওয়া হয়। ইহাকে একপ্রকার সারং বলা হইয়া থাকে। ইহা গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহর। রেখাব বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী করিয়া গাহিবার রীতি। কিন্তু আহোবল পণ্ডিত নিখাদ বাদী বলিয়াছেন। আহোবল পণ্ডিতের মত অস্বীকার করা যায় না এই জন্য যে, দিনের বেলায় রেখাব বাদী রাগিণী ভাল শোনায় না—ইহাই পণ্ডিতগণের মত। উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ চড়ার দিকে নিখাদ ও পঞ্চমের সঙ্গত বা মাখামাখিভাবে অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। আজকাল বহুজাতীয় সারং গীত হইতে শোনা যায়। পৃথক পৃথক বাদী সম্বাদীর জন্য প্রত্যেক সারং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। চতর পণ্ডিতের ইহাই মত। দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের রাগ রাগিণীতে সারঙ্গের অঙ্গ আপনি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য। যেমন সুহা সুঘরাই দিবা দ্বিপ্রহরের রাগিণী। এবং সাহানা আড়ানা রাত্রি দ্বিপ্রহরের রাগিণী। এই সকল রাগিণীতেই সারঙের অঙ্গ দিব্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা রা সা।

লক্ষণ গীত : ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : লেখত মধু মাধ বুধ ওড়ো ধা গা বে র হ ত

অন্তরা : কহত সারং য়োভেদ গুণী লচ্ছ গত রেখাব সুর অন্‌শ
নি পা চতর সঙ্গত সুমত।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
পণা	পণা	পা	মা	পা	রা	রা	সা	রা	সা
লে	খ	ত	ম	ধ	মা	০	ধ	বু	ধ
না	সা	সা	রা	পা	মা	রা	মা	পা	পা
ও	০	ডো	০	ধা	গা	বে	র	হ	ত

অন্তরা

×		৩			০		১		
না	না	র্সা	র্সা	–া	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
ক	হ	ত	সা	০	র	ং	গ	য়্যে	০
না	র্সা	র্সা	র্রা	র্মা	র্রা	–া	র্সা	ণাপ	পা
ভে	০	দ	গু	ণী	লা	চ্	ছা	গ	ত
পা	পা	র্রা	র্সা	র্রা	না	র্সা	র্সা	ণা	পা
রে	খা	ব	সু	র	অ	ন্	শ	নি	পা
মা	পা	র্সা	ণা	পা	মা	বা	সা	রা	সা
চ	ত	র	স	ং	গ	ত	সু	ম	ত

শুধ্ সারং

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব রাগিণী। গান্ধার বর্জিত বা বিবাদী সুর। রেখাব বাদী পঞ্চম সম্বাদী। শুধ্ সারঙের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ধৈবত স্পষ্ট করিয়া লাগানো হয়। এই ধৈবতেই ইহাকে মধুমাধবী হইতে পৃথক করিয়া থাকে। দক্ষিণ দেশের সঙ্গীত গ্রন্থে সারঙে তীব্র গান্ধার ও তীব্র মধ্যম লাগে লিখিত আছে—কিন্তু এদেশে এরূপ সারং প্রচলিত নাই। 'সঙ্গীত-পারিজাত' গ্রন্থে সারঙে দুই মধ্যম ও দুই নিখাদ লাগে বলিয়া লিখিত আছে—কিন্তু এ মতও আজকাল প্রচলিত নাই। কোনো কোনো গুণী পণ্ডিত সারঙে তীব্র

মধ্যম দিয়া তাহাকে কামোদ শ্রী নামে অভিহিত করেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন, তীব্র মধ্যম লাগাইয়া ও গান্ধার ধৈবত বর্জিত করিয়া যে রাগিণী হয় তাহার নাম 'সুর সারং'। এইরূপ বহু মতভেদ দেখা যায় সারং রাগিণী সম্বন্ধে। গীত-শিল্পীগণ ইহার যে কোন মত নিজের পছন্দমত বাছিয়া লইতে পারেন। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে 'শুধ্ সারং' গান্ধার বর্জিত করিয়া গাওয়া হয়। কিন্তু ধৈবত স্পষ্ট করিয়া লাগানো হয়, তাহা না হইলে মধু মাধবীর সাথে ইহার কোনো পার্থক্য থাকে না।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ধা ণা পা—মা রা সা।

লক্ষণ গীত—একতালা

আস্থায়ী : মায়ি রি ময় কা সে কহুঁ পীর আপনে জিয়া কি ব্যাকুল হোওত শরীর।

অন্তরা : জা সু লাগি সো এক হি না জানে কহো ক্যায়সে রহে আব ধীর।

আস্থায়ী

১		২		×		০		১		০	
সা	রা	মা	রা	পা	–া	–া	ক্ষা	পা	ধা	–া	পা
মা	ধা	রি	ময়	কা	০	০	০	০	সে	০	ক
জ্ঞা	পা	–া	রা	না	না	সা	রা^{ম}	পা	পা	–া	রা
হুঁ	পি	০	র	আ	প	০	নে	০	জি	০	য়া
–া	সা	সা	না	–া	পা	–া	না	সা	সা	–া	সা
০	কি	০	০	০	বিয়া	০	কু	০	ল	০	হো
রা	রা	–া	সা	পা	পা	রা	মা	সা	রা	না	সা
০	ও	য়া	ত	শ	রী	০	০	০	০	০	র

অন্তরা

×		০		১		০		১		২	
–া	সা	–া	রা^{ম}	মা	মা	–া	মা^{প}	পা	পা	–া	–া
০	জা	০	সু	০	লা	০	গী	০	সো	০	০
পা	পা	ক্ষপা	ধা	–া	পা	–া	পা	মা	রা	–া	সা
এ	ক	০	হি	০	না	০	জা	০	০	০	নে

না	না	সা	রা	পা	মা	রা	রা	-া	সা	না	সা
ক	হো	০	ক্যা	য়	সে	০	র	০	হে	আ	ব
পা	রা	মা	সা	রা	-া	না	সা				
ধী	০	০	০	০	০	০	র				
×		০		১		০					

তিলং

স্থায়ী খাম্বাজ ঠাটের পাঁচ সুরের অর্থাৎ ওড়ব তিলং রাগিণী। রেখাব ধৈবত বর্জিত। ইহার গান্ধার বাদী ও নিখাদ সম্বাদী। এই জন্যই ইহা অনেকটা খাম্বাজের সঙ্গে মিলে। নিখাদ ও পঞ্চমের সঙ্গীত ইহার বিশেষত্ব। ধৈবত বর্জিত বলিয়া ইহা খাম্বাজ হইতে পারেয়া—এবং রেখাব ও ধৈবত দুই বর্জিত বলিয়া ইহা ঝিঁঝোটীও হইয়া যায় না। দুর্গা রাগিণীতে পঞ্চম ও নিখাদ বর্জিত—কাজেই দুর্গার সঙ্গেও ইহা এক হইয়া যায় না। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহী : সা গা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা গা সা

(বাদল রায়ের শিষ্যেরা অবরোহীতে খামাবতীর গা মা সা ব্যবহার করেন অর্থাৎ খামাবতীর মত করিয়া গান)।

লক্ষণ গীত—ঢিমা তেতালা

আস্থায়ী : রে ধা বর্জত রূপ তিলং কহায়ে।
হরি কামভোজীকে সুর নি সা গা মা পা গা মা গা মা পা
নি নি সা গানেত সাঁচ লাগায়ে।

অন্তরা : রাগ্ খামারা রে ধা না কবহুঁ-তজত আশার ঝিঁঝোটী
চতর কহত রে পা দুরগা রে ধা বর্জেত রূপতী॥

আস্থায়ী

০				১				×			৩
ধা	ধা	ধপা	মা	মা	ধপা	ধা	মা	গা	-া	-া	মা	গা	-া	রসা	না
ক	হ	ত	চ	ত	র	০	খা	মা	০	০	জ	রা	ত	গ	নী
না	সা	গা	গা	মা	-া	ণা	ধা	গমা	ধা	না	র্সা	ধণা	ধা	র্সা	সা
ত	ব	হ	রি	কা	ম	তো	জী	ঠা	০	ট	র	চ	ত	ত	..

মা গা মা ^{ণ}ধা	–া না র্সা –া	$^{র্স}$ধা না র্সা –া	$^{র্ণ}$র্মা র্গা র্রা র্সা
সু র গন্ ধা	০ র চো ০	বা ০ দী ০	ব র ণ ত্
গা র্মা র্পা র্গা	র্মা র্গা না র্সা	না না র্সা র্সা	^{ধ}ণা ^{প}ধা র্সা র্ণা
খা ০ ডো ০	সম পূ র ণ	ত্ জ ত রে	খা ০ ত ব

অন্তরা

মা গা মা ধা^{ণ}	..না র্সা –া	$^{র্স}$ধা না র্সা –া	$^{র্গ}$র্মা র্গা র্রা র্সা
সু র গন্ ধা	০ র কো ০	বা ০ দী ০	ক র ণ ত
গা র্মা র্পা র্গা	র্মা র্গা মা র্সা	না না র্সা র্সা	^{ধ}ণা ^{প}ধা র্সা র্ণা
খা ০ ডো ০	সম পূ র ণ	ত্ জ ত রে	খা ব ত এ

খাম্বাজ ঠাট বা কামভোজী মেল-এর রাগ রাগিণি

ঝিঁঝোটী (ঝিঁঝিট)

ইহা খাম্বাজ ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহা গাহিবার সময়—রাত্রি। ইহার গান্ধার বাদী ও ধৈবত সম্বাদী সুর। ইহার স্বরূপ অত্যন্ত সরল ও সহজ। এইজন্য ইহাতে এখন সাধারণত ছোট ছোট বা টুটরী গাওয়া হইয়া থাকে। এই টুটুরী জাতীয় গানকে সংস্কৃতে 'শূদ্র-বাণী' বলে। অশিক্ষিত জনসাধারণ যাহা শুনিয়া মোহিত হয়—বা যে জাতীয় গানকে পছন্দ করে—তাহাতেই সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে 'শূদ্রবাণী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই, মনে হয়, প্রাচীন যুগেও শুদ্ধ ধ্রুবপদ্ধতি সঙ্গীতের প্রচলন ছিল না—সে যুগেও টুটকী গানের প্রচলন ছিল। সঙ্গীত-গুণীগণ বলেন যে, খাম্বাজ ঠাটের কোনো রাগ রাগিণি গাহিতে গাহিতে তাহার স্বরূপ ভুলিয়া গেলে ঝিঁঝোটীর শরণ লন বা ঝিঁঝোটী গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেন—ইহা শুনিতে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হইলেও নাকি সত্য। ইহার আরোহীতে রেখাব আছে—কাজেই ইহা খাম্বাজ হইতে আলাদা হইয়া থাকে। আজকালকার রীতি অনুসারে আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত দুই প্রকারের ঝিঁঝোটী বলিয়া মানা হয়।

আরোহী : ধ্ সা—রা মা গা—মা পা—ধা না সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতালা

অস্থায়ী : আশ্‌রে রাগ কহত গুণী জান সব ঝিঁঝোটী সরল সুগত সুর

অন্তরা : বাদী খান্ধার নিশি দ্বিতীয়া জানক রাগ কহে চতর নিরন্তর॥

আস্থায়ী

১	×	৩	০
ধা সা রা মা	গা –া গা গা	মা রা গা সা	ধা না ধা পা
আ ০ শ রে	রা ০ গ ক	হ ত গু ণী	জা ন স ব
পা –া রা –া	গরা গা সা –া	পা মা গা রা	সা না ধা পা
তিন্ ০ ঝো ০	টি ০ কো ০	স র ল সু	গ ম সু র

অন্তরা

১	×	৩	০
সা –া গা মা	মা –া পা পা	গা গা মা ধা	পা মা গা গা
বা ০ দী গান	ধা ০ র বি	শ দু তি ০	য়া প হে র
ধা মা পা গা	মা রা গা সা	রা না সা ধা	ণা গা ধা পা
জা ন ক রা	০ গ ক হে	চা ত র নি	র ন্ ত র

খাম্বাজ

খাম্বাজ ঠাটের ইহা খাড়ব সম্পূর্ণ রাগিণী। আরোহীতে রেখাব বর্জিত। অবরোহীতে সম্পূর্ণ। যখন এই রাগিণীতে ধৈবত দীর্ঘ করা হয় তখন ইহার সঙ্গত থাকে মধ্যমের সাথে। এই বাড়তের কাজ এইরূপ করা হইয়া থাকে—গা মা ধা –া –া মা না ধা না র্সা। আরোহীতে পঞ্চম কম লাগানো উচিত। এই সুরে নিখাদ মধুর শোনায়। আজকাল আরোহীতে তীব্র নিখাদ দিয়া গাওয়ারও রীতি দেখা যায়। ইহার বাদী গান্ধার ও সম্বাদী স্বর পঞ্চম। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ইহা গায়। খাম্বাজ ধৈবত মধ্যমের সঙ্গত চমৎকার মিষ্টি শোনায়। যখন গান্ধারে আসিয়া এই রাগিণীর পরিসমাপ্তি হয় তখন খাম্বাজকে স্পষ্ট করিয়া চেনা যায়।

আরোহী : সা গা মা পা ণা ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা গা—রা সা

লক্ষণগীত—তেতালা

অস্থায়ী : কতে চতর খাম্বাজ রাগিণী জব হরি কামভোজী ঠাট্ রচত, তব।

অন্তরা : সুর গান্ধার কো বাদী বরণত। খাড়ো সম্পূরণ তজত রেখাব তব॥

সুর ও শ্রুতির শেষ চার পৃষ্ঠা জনাব জিয়াদ আলির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বৃন্দাবনী সারং

ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী। ইহার আরোহীতে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত। অবরোহীতে কেবল গান্ধার বর্জিত। কিন্তু অবরোহণের ধৈবত দুর্বল বা কৃন লাগে মাত্র। বাদী সুর রেখাব ও সম্বাদী পঞ্চম। মধুমাধবীয় নিখাদ সম্বাদী। কোনো কোনো সঙ্গীতগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃন্দাবন সারং-এ শুধু তীব্র নিখাদ লাগাইলে মধুমাধবীর সঙ্গে মিলিয়া যাইবার কোনো ভয় থাকে না। অধিকাংশ গায়কই কিন্তু দুই নিখাদ লাগাইয়া থাকেন! অর্থাৎ আরোহণে তীব্র ও অবরোহণে কোমল নিখাদ। চতর পণ্ডিতও তাঁহার লক্ষণ সঙ্গীতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আরোহী : সা রা মা পা না র্সা। অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : করত হরপ্রিয়া মেল তজত সুর গান্ধার বিদ্‌রাবনী অধগ অনুলোম আগ বিলোম।

অন্তরা : সম্বাদীকহত রা পা মধুমাধ তজত ধা গা সারং ভেদ এক সব চতর কহত জান।

আস্থায়ী

×	৩	০	১
রা রা	রা পা মা	রা রা	সা –া সা
ক র	ত হ র	প্রি য়া	মে ০ ল
না সা	রা মা রা	সা –া	না –া সা
ত জ	ত সু র	গা ন	ধা ০ র
না সা	রা মা মা	পা –া	পা ধা পা
বেন্ দ	রা ০ ব	নী ০	আ ধ গ
পা মা	পা ধা পা	মা রা	না সা সা
অ নু	লো ০ ম	আ গ	বি লো ম
মা পা	নর্স্যা –া র্সা	র্সা র্সা	না র্সা র্সা
স ম	বা ০ দী	ক হ	ত রে পা
না র্সা	র্রা –া র্সা	না র্সা	ণা ণা পা
ম ৪	মা ০ ধ	ত জ	ত ধা গা

মা পা	রা[ম] মা মা	পা –া	পা ধা পা
সা ০	র ং গ	তে ০	দ এ ক
র্রা র্সা	প[ণা] পা রা[ম]	পা মা	রা না সা
স ব	চ ত র	ক হ	ত জা ন

মিয়া কা সারং

ইহাও কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ইহাকে তানসেনের ঘরের রাগিণী বলে। ইহাও এক প্রকার সারং। ইহার রেখাব স্পষ্ট। উদারা ও মুদারা গ্রামে এই রাগিণী অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। উদারা গ্রামে যেখানে নিখাদ ও ধৈবতের সঙ্গীত হয় সেখানে কতকটা মিয়া কি মল্লারের মত শোনায়। গুণী মাত্রেই জানেন যে, তানসেনের আয়ত্বাধীন ও প্রিয় রাগিণী ছিল কানাড়া। এইজন্য অনেকের মতে এই সারঙেও কতকটা কানাড়ার ছায়া আসা উচিত এবং আসেও। যেসব রাগিনী মুসলমান রাজত্বের সময় গুণী ওস্তাদগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে—তাহা গ্রন্থোক্ত না—কাজেই প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এইসব রাগিণী সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই। কাজেই এইসব ব্যাপারে রেওয়াজ বা প্রচলিত রীতিকে মানিয়া চলাই উচিত। চতর পণ্ডিতও ইহাই বলেন। কোনো গুণী লিখিয়াছেন যে বৃন্দাবনী সারঙে কোমল নিখাদ একেবারে না লাগাইলে যে সারং হইবে—তাহা অন্যসকল সারং হইতে আলাদা হইবে। কিন্তু তাহা যে মিয়াকি সারং হইবে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই।

আরোহী : সা রা মা পা—ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—ক্ষা পা—মা রা সা—না ধা না সা।

রেখাব বাদী-পঞ্চম সম্বাদী। গান্ধার বিবাদী। খড়বজাতীয় রাগিণী।

লক্ষদহন সারং

ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব জাতীয় রাগ। আরোহী ও অবরোহী দুয়েই ধৈবত বর্জিত। ইহাও এক প্রকার সারং বলিয়া মানা হয়। ইহাতে, দুই নিখাদ লাগে। রেখাব বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী সুর। ইহার রূপ অনেকটা দেশের মত। কিন্তু গান্ধার কোমল হওয়াতে ও ধৈবত বর্জিত হওয়ার জন্য দেশ হইতে অন্যরূপ শোনায়।

আরোহী : পা না সা রা জ্ঞা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা র্ণা র্পা জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণ গীত : ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : রট হরপ্রিয়াকো নাম নেত্ মোরে রস নে তন মন দ্রুত ধান কর লে তু আপনে।

অন্তরা : জোয়ি জোয়ি ধাওত পরম কল পাওত সারং গা নি কো ভজ চতর আপনে।

আস্থায়ী

×	৩	০	১
পন্‌সরা রা	রা সা সা	সা সা^র	না -া পা্
র ট	হ র্ প্রি	য়া কো	র্ন ০ ম
জ্ঞা^ম জ্ঞা^ম	জ্ঞা^ম মা রা	সা সা	সা^র না্ পা্
নে ত	মো রে	র স	নে ০ ০
মা্ পা্	না্ না্ সা	রা রা	সা রা সা
ত ন	ম ন দু	র ত	ধা ০ ন
জ্ঞা^ম জ্ঞা^ম	রা^ম মা রা	সা সা^র	না্ -া পা্
ক র	লে তু	আ প	নে ০ ০
মা পা	না র্সা র্সা	র্সা -া	না র্সা র্সা
জো য়ি	জো ০ য়ি	ধা ০	ও ০ ত
মা মা	র্মা র্রা র্সা	র্সা -া	র্সা ণা পা
প র	ম ক ল	পা ০	ও ০ ত
পা রা	রা^ম মা রা	সা -া	না্ সা সা
সা ০	র ং গ	পা ০	নি ০ কো
জ্ঞা^য জ্ঞা^য	মা^জ্ঞ রা সা	সা সা^র	না্ -া পা্
ভ জ্ঞ	চ ত র	আ প	নে ০ ০

শাওন্ত সারং

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব খাড়ব–রাগিণী। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত সুর বর্জিত। অবরোহণে শুধু গান্ধার বর্জিত। রেখাব বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী ইহাও এক প্রকার সারং। গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহরে। দুই নিখাদই ব্যবহৃত হয় ইহাতে।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা পা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : সাওন্ত সারং বিলাসত য়ভানীযুত জব উতর অঙ্গগত ধৈবত ছুওত ঈষত।

অন্তরা : রে পা করত সখাদ গান্ধার সুর তজত অবরোহ ক্রম ভবাত সুর ছায়া মি ধাপা।

আস্থায়ী

X	৩	০	১
মা পা	মা ধণা পা	রাম –া	–া সা সা
সা –া	ও ন ত	সা ০	র ং গ
মা রা	মা পা পা	পা মা	ণাম ধা পা
বি লা	স ত য়	ভা ০	নি যু ত
মা পা	না র্সা র্সা	র্সা –া	না র্সা র্সা
জ ব	উ ত র	অ ং	গ গ ত
নর্সা সর্রা	র্রা র্সা র্সা	ধণা পমা	মণা ধা পা
ধ ই	ব ত ছু	ও এ	ঈ ষ ত
মা পা	না র্সা র্সা	না র্সা	র্সা –া র্সা
রে পা	ক র ত	স ম	বা ০ দ
না র্সা	র্সা –া র্সা	না র্সা	র্রা র্রা র্রা
গা ০	ন্ধা ০ র	সু র	ত জ ত
মর্রা মর্রা	র্রা র্মা র্রা	র্সা র্সা	না র্সা র্সা
আ ও	রো ০ হ	ক্র ম	ভ জ ত
র্সানি সর্রা	র্সা ণা পা	পা মা	ণা ধা পা
সু ০	র ছা ০	য়া ০	নি ধা পা

রামদাসী মল্লার

ইহা গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়। বাদশাহ্ আকবরের সময় রামদাস নামক একজন গুণী গায়ক ইহার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার নামেই এই রাগিণীর নামকরণ হয়। ইহা কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহাতে দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহণে তীব্র গান্ধার ও তীব্র নিখাদ এবং অবরোহণে কোমল নিখাদ ও কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদী সুর মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। গাহিবার সময়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু মল্লার হওয়ার দরুণ ইহা বর্ষাকালের রাগিণী বলিয়া ঐ ঋতুতে গাওয়া উচিত।

আরোহী : না্ সা রা গা মা—পা জ্ঞা মা—ণা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা ণা পা জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণ গীত—আড়াচৌতাল

আস্থায়ী : কহে হররঙ্গ রামদাসী কি শকল্ গুণী মত
অন্তরা : অনুলোম তাওর গাহত ধা গা সম্বাদী চতর অভিমত।

আস্থায়ী

৪				×				২				৩			
ণা	পা	জ্ঞা[ম]	জ্ঞা[ম]	মা	রা	-া	-া	সা	-া	না		সা	সা	সা	না[স]
ক	হে	০	হ	র	র	০	ঙ্	গ	০	রা		০	ম	০	দা
	সা	রা	গা	মা	পা	মা	পা	[ম]জ্ঞা	মা	পা		মা	[প]ণা	পা	[প]ণা
	০	সী	০	কি	শ	ক	০	ল	০	ও		ণী	ম	৩	(ক)

অন্তরা

পা	ধা	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্রা	র্সা	র্রা	না	র্সা		র্সা	[প]ণা	পা	মা
অ	নু	লো	০	ম	তী	০	ও	র	গা	হ্		ত	ধা	গা	স
	মা	মা	জ্ঞা	মা	পা	মা	পা	সী	মা	পা		মা	[প]ণা	পা	ণা
	ম	বা	০	দী	চ	ত	০	র	০	অ		ভি	ম	ত	(ক)